রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৭, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৯ আগস্ট ২০০৬/২৫ শ্রাবণ ১৪১৩

এস, আর, ও নং ১৯৮-আইন/০৬-আইন/শ্রকম/শা-৬/মামলা-১/২০০৪।—Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ord. No. XXIII of 1969) এর section 37 এর sub-section (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
	আই, আর, ও মামলা	
১।	আই, আর, ও মামলা	১৭/২০০৬
২।	আই, আর, ও মামলা	৯১/২০০৫
৩।	আই, আর, ও মামলা	৩/২০০৬
৪।	আই, আর, ও মামলা	১১/২০০৬
৫।	আই, আর, ও মামলা	১০/২০০৬
৬।	আই, আর, ও মামলা	৪/২০০৬
৭।	আই, আর, ও মামলা	৮৩/২০০৫
৮।	আই, আর, ও মামলা	১৩/২০০৬
৯।	আই, আর, ও মামলা	৫/২০০৬
১০।	আই, আর, ও মামলা	১৫/২০০৬

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১১।	আই, আর, ও মামলা	১৮/২০০৬
১২।	আই, আর, ও মামলা	১৯/২০০৬
১৩।	আই, আর, ও মামলা	২৫/২০০৬
১৪।	আই, আর, ও মামলা	২৪/২০০৬
১৫।	আই, আর, ও মামলা	২৬/২০০৬
১৬।	আই, আর, ও মামলা	১১৭/২০০৩
১৭।	আই, আর, ও মামলা	২/২০০৬
১৮।	আই, আর, ও মামলা	৩২/২০০৬
১৯।	আই, আর, ও মামলা	২৭/২০০৬
২০।	আই, আর, ও মামলা	৩৩/২০০৬
২১।	আই, আর, ও মামলা	১৬/২০০৬
২২।	আই, আর, ও মামলা	৩৬/২০০৬
২৩।	আই, আর, ও মামলা	৩৫/২০০৬
২৪।	আই, আর, ও মামলা	১১৬/২০০৩
২৫।	আই, আর, ও মামলা	৩১/২০০৬
	আই, আর, ও (আপীল) মামলা	
২৬।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা	৬৪/২০০৫
২৭।	আই, আর, ও (আপীল) মামলা	২২/২০০৬
	ফৌজদারী মামলা	
২৮।	ফৌজদারী মামলা	১০/২০০৫
২৯।	ফৌজদারী মামলা	৭/২০০৫
	পি, ডাব্লিউ, মামলা	
৩০।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৩/২০০৪
৩১।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	২৪/২০০৫
৩২।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	২৩/২০০৫
৩৩।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৩০/২০০৫
৩৪।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৩৫/২০০৫
৩৫।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৩৬/২০০৫
৩৬।	পি, ডাব্লিউ, মামলা	৩/২০০৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহজাহান আলী সরদার
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১৭/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মুনছুর আলী, সভাপতি,

২। মোঃ মকু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক,

বকশীগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৩২,
বকশীগঞ্জ বাজার, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ০৪-৫-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক)-১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ বকশীগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৩২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ১৯-৯-৯৯ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ০৬-০৬-০২ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর

দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৮-৭-০২, ১৮-৮-০৪, ২৮-১১-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/ ১৪৯৬, ১৫৬১ ও ২০৭৪ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ০৬-০৬-০২ইং তারিখ থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০১ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ বকশীগঞ্জ বাজার কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৩২) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৯১/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। মোঃ শহিদুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,

কাটাখালী-বালুয়াহাট রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১২৯২, কাটাখালী-বালুয়াহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৭, তারিখ ০৫-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১, ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কাটাখালী-বালুয়াহাট রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৯২) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২১-১-৯৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ০৪-১-০৩, ০১-৭-০৩ ও ১৭-১১-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে ৯, ১৩১৭ ও ১৯৮৫ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক), এবং ১৯৮৫ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রদান লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কাটাখালী-বালুয়াহাট রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৯২) বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। শ্রী সদর চন্দ্র রায়, সভাপতি,

২। শ্রী মতি লাল রায়, সাধারণ সম্পাদক,

নীলফামারী বি, এ, ডি,সি, বীজ বর্ধন খামার শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-৫১০, বীজ বর্ধন খামার, নীলফামারী—প্রতিপক্ষ

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ০৩-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক দলের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন কোর্টে উপস্থিত আছেন নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নীলফামারী বি, এ, ডি,সি, বীজ বর্ধন খামার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫১০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০২-২-১৯৮৬ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ১-২-১৯৯৭ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৩-১১-২০০২ইং তারিখের স্মারক নং ২৫৬০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ২-২-৮৬ ইং তারিখের রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ১-২-৯৭ ইং তারিখের পর থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নীলফামারী বি, এ, ডি,সি, বীজ বর্ধন খামার শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-৫১০) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১১/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ ওয়াজেদ আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক,

রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-২৫৩, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, **দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৫, তাং ০৯-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১, ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২৫৩) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০৫-১১-১৯৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ০৯-১১-২০০০ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল

করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৬ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ০৩-১০-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৬০৫ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ৫-১১-৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ০৯-১১-২০০০ ইং তারিখ থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২৫৩) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১০/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ সামাদ আলী, সভাপতি,

২। মোঃ সাইদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-১০১৯, সপুরা, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ১০-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৮-৭-৮৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২২-৪-০২ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ০৩-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং-আরটিইউ/রাজ/১৬১৪ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২২-৪-০২ইং তারিখের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

হুহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১০১৯) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৪/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। আলহাজ্ব জহির উদ্দিন, সভাপতি,

২। মোঃ বেলাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,
সৈয়দপুর গরুর গাড়ী চালক শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজিঃ নং রাজ-১২৭৭, কুন্দল, সৈয়দপুর, নীলফামারী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬, তাং ১২-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর গরুর গাড়ী চালক শ্রমিক ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন

(রেজিঃ নং রাজ-১২৭৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২২-১২-৯৪ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন পায় কিন্তু ২৭-২-২০০০ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২২-১২-০২ ও ২৫-৫-০৪ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৭৪৩ ও ৮৯৪ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(ক) ও ১(খ) এবং ২৭৪৩ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২৭-২-২০০০ইং তারিখ থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সৈয়দপুর গরুর গাড়ী চালক শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১২৭৭) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ- ১। জনাব এডভোকেট মোঃ মোতাহার হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ১২ই এপ্রিল, ২০০৬

আই, আর, ও, মামলা নং ৮৩/২০০৫

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ শুকুর আলী, সভাপতি,

২। মোঃ আকতার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১৮৫১, রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ সামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অধ্যাবধি সংশোধিত) এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৫১), রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির নিমিত্তে মামলাটি আনয়ন করা হইয়াছে।

দরখাস্তকারীর মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন (রেজিঃ রাজ-১৮৫১), রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম গত ২৩-১২-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্টেশন প্রাপ্ত হয় কিন্ত্র প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকেই ২ বৎসর অন্তর অন্তর ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই বা কোন নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবদি ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রির্টাণ/হিসাব বিবরণী দরখাস্তকারীর অফিসে দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় এবং আয়-ব্যয়ের হিসার বিবরণী দাখিল না করার কারণে সংবিধান ও আইন লংঘন করায় গত ১১-১০-০৫ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/১৬৭৩ স্মারকমূলে ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করেন কিন্ত প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন পদক্ষেপ বা তদ্বিরাদী গৃহীত হয় নাই। নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব পালনের কোন অধিকার থাকে না। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান ও ইউনিয়নের সংবিধানের ২৫ ধারার বিধান লংঘন করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবে বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে আদালতে হাজির হইয়া জবাব দাখিলপূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৫১), রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম ট্রেড ইউনিয়নটির সদস্যগণ অশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণীর হওয়ায় এবং দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞান নাই এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়নে ইউনিয়নের নির্বাচন ও নেতৃত্ব বিষয়ে আগ্রহী না থাকায় ভুলত্রুটির বিষয় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভবিষতে ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে ভুলত্রুটি হইবে না অংগীকারে বন্ড হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে সঠিক ফরমে বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করায় পুনরায় রিটার্ণগুলি শ্রম দপ্তরে প্রেরণ করিয়াছেন এবং নির্বাচনী ফলাফল ও দাখিল করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ত্রুটি মার্জনার আবেদনসহ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেন এবং দরখাস্তকারীর মামলাটি নামঞ্জুরের নিবেদন করেন।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী টি আই, আর, ও, এর ১০(২) ধারার বিধান মোতাবেক প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন(রেজিঃ নং রাজ-১৮৫১) বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইয়াছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীাক্ষত হয় এবং কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শুকুর আলী প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি মৌখিক সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, খ(১), গ, ঘ, ঘ(১)-ঘ(৪) হিসাবে প্রমাণে আনেন। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে তাহার নিযুক্তিয় বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষের নিযুক্তিয় বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়। দরখাস্তকারী ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে তাহার বিজ্ঞ প্রতিনিধি এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ ১৮৫১), রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম ২৩-১২-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকেই ইউনিয়নের সংবিধান ও আইন মোতাবেক ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই ও নির্বাচনী ফলাফলও দাখিল করে নাই এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবদি আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করে নাই এবং তৎ কারণে প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার যুক্তিতর্ক পেশকালে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষত, অনবিজ্ঞ ও দরিদ্র শ্রেণীর হওয়ায় এবং দূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় ও অর্থনৈতিক টানপোড়নের কারণে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠানে ভুল ত্রুটির বিষয় স্বীকার করিয়া ক্ষমা চেয়েছেন। ইউনিয়ন পক্ষে ইতিমধ্যেই বকেয়া

রিটার্ণগুলি শ্রম দপ্তরে দাখিল করিয়াছে এবং নির্বাচনী ফলাফলও দাখিল করিয়াছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ভুলক্রটি মার্জনাসহ ভবিষতে এইরুপ ভুলক্রটি হইবে না অংগীকারে বন্ড হিসাবে গ্রহণে ইউনিয়টির রেজিস্ট্রেশন বহাল এবং মামলাটি নামঞ্জুরের আবেদন করেন। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ প্রতিনিধি ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য ও আদালতের রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য থেকে/স্বীকৃত মতেই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন ২৩-১২-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে (এক্সিবিট-ক সনদপত্র মূলে সমর্থিত) এবং এক্সিবিট-১ (গ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ২০০০ সাল পর্যন্ত ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী সাক্ষাতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৫১) রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রির্টাণ দাখিল না করায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আইন ও বিধি মোতাবেক বাতিলযোগ্য। কিন্তু এই সাক্ষী জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ২০০১—২০০৩ সালের ৩ পাতার সাদা কাগজে অগ্রহণযোগ্য রিটার্ণ প্রেরণ করেছে যাহা অগ্রাহ্য হইলে চিঠি দেয় এবং ৩১-১-০৬ ইং তারিখে স্বাক্ষরিত দরখাস্ত ফাইলে আছে যাহাতে নির্বাচনী ফলাফল, তফসিল ঘোষণাপত্র ও রিটার্ণ দাখিলের বিষয় উল্লেখ আছে। সুতরাং স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-গ সিরিজ,ঘ, ঘ(১)-ঘ(৪) কাগজাদি দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে সাদা কাগজে ২০০১—২০০৩ সালের অগ্রহণযোগ্য রিটার্ণ, নির্বাচন প্রসংগে আবেদন এক্সিবিট-ঘ(১), নির্বাচনী ফলাফল, নির্বাচনী তফসিল এক্সিবিট-ঘ(২), ঘ(৩), ঘ(৪) মূলে ২০০১—২০০৫ সালের ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রম দপ্তর, রাজশাহী অফিসে প্রেরন করেছে যাহার রিসিভ কপি ডাইরী নং-৩৪৪ তাং ৩১-১-০৬ দেখা যায় (এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে)। সুতরাং ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন বিলম্বে ২০০১—২০০৫ সালের আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ ১ম পক্ষের দপ্তরে প্রেরণ করেছে। ডি,ডাব্লিউ-১ মোঃ শুকুর আলী, বর্তমান মেয়াদের সভাপতি, রাজিবপুর থানা রিক্সা ও ভ্যান চালক ইউনিয়ন সাক্ষ্য দিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষত ও দরিদ্র শ্রেণীর হওয়ায় তাহাদের আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান নাই এবং ভুলক্রটির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভবিষতে ভুলক্রটি হইবে না মর্মে অংগীকারকে বন্ড হিসাবে গ্রহণ করার দাবী করিয়া ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার নিবেদন করিয়া করেবরেটিভ সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং সংশোধন হওয়ার সুযোগ চেয়েছেন। স্বীকৃত মতেই প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ দরিদ্র শ্রেণীর, অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ এবং তাহাদের আইন ও সংবিধান সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। মামলার রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, মামলাটি ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন ৮-১২-০৫ ইং তারিখে দায়ের করেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ৩০-১২-০৫ ইং তারিখে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক নির্বাচনী ফলাফলসহ ২০০১-২০০৫ সালের বার্ষিক রিটার্ণ নির্ধারিত ফরমে প্রেরণ করেছে (এক্সিবিট-গ সিরিজ, ঘ, ঘ(১)-ঘ(৪) করবরেট)। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ডি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানে সদস্যদের অশিক্ষিত ও আইনের অজ্ঞতার বিষয় স্বীকার করিয়া বিলম্বজনিত ক্রটি মার্জনা চেয়েছেন এবং ভবিষতে ভুলক্রটি হইবে না মর্মে বন্ড প্রদানে সংশোধিত হইবার সুযোগ চেয়েছেন। তৎকারণে আদালত সহানুভূতির সহিত প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের আবেদন বিবেচনা করিয়া ক্রটিমার্জনাপূর্বক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে বহাল রাখার বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে বহাল রাখার অনুমতি দিলে ১ম পক্ষের মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় শর্ত সাপেক্ষে নামঞ্জুর (Disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ৩১-১-০৬ ইং তারিখে দাখিলী নির্বাচনী ফলাফল ও ২০০১—২০০৫ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া সঠিকতা যাচাই অন্তে রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকিবে। প্রতিপক্ষ দাখিলী আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণগুলি বিধি মোতাবেক দাখিল না হইয়া থাকিলে ১ম প্রক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিপক্ষ ইউনিয়নকে একটি যুক্তিসংগত সময় নির্ধারণ করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক নির্বাচনী ফলাফল ও বিধি মোতাবেক আয়-ব্যয়ের রিটার্ণ দাখিলের জন্য সুযোগ দিবেন এবং তৎ মোতাবেক ইউনিয়নটি উহা সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে দরখাস্তকারী-১ম পক্ষ পুনরায় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-১৩/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ ছাইম উদ্দিন, সভাপতি

২। মোঃ হোসেন আলী, সাধারণ সম্পাদক,

আহম্মদপুর হাট বাজার ও স্ট্যান্ড লেবার ইউনিয়ন,

রেজিঃ নং রাজ-১৯৬৬, আহম্মদপুর স্ট্যান্ড, থানা-বড়াইগ্রাম, জেলা-নাটোর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং-৫, তাং ২৩-৪-০৬

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

অদ্য মামলাটি কোর্ট/গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব এ, কে,এ, আতোয়া-এ-রাব্বি ও (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তী দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক),১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ আহম্মদপুর হাট বাজার ও স্ট্যান্ড লেবার ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৬৬) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসার বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্টেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৫-১-১৯৯৪ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী রিটার্ণ ২০০২ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টি প্রতিয়মান হয় কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে অধ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৭-৯-০৩ ও ৮-১-০৬ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৮৯০ ও ৬২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এবং ৬২ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট ১(ক)(১) এক্সিবিট ১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ আহম্মদপুর হাট বাজার ও স্ট্যান্ড লেবার ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১১৬৬) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ৫/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মঞ্জুর হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক,

কিশোরগঞ্জ লোড আনলোড লেবার ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৩৪,

কিশোরগঞ্জ, থানা-কিশোরগঞ্জ, জেলা-নীলফামারী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৬, তাং ২৫-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, (১(ক), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কিশোরগঞ্জ লোড আনলোড লেবার ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৩৪) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ১৯৯৯ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৩-৯-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির

পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং কোন সালের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-৮-২০০২, ২২-১২-০২ ও ১৪-৭-০৪ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৬৯৬, ২৭৩৮ ও ১২৯০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(ঘ), ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কিশোরগঞ্জ লোড আনলোড লেবার ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৮৩৪) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৫/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুস ছালাম, সভাপতি,
২। মোঃ আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক,
পলাশবাড়ী থানা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৫২০,
পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ২৭-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী থানা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫২০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২-২-৯৭ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২৪-৪-০২ ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৮-১১-০৫ ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/২০৭০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী থানা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫২০) বাতিল করিবার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৮/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আবুল কাশেম, সভাপতি,
২। মোঃ ভোলা মিয়া, সাধারণ সম্পাদক,
ঠুটিয়াপাকুর বাজার কুলি মজদুর ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৪৩০,
ঠুটিয়াপাকুর, পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ৩-৫-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক)(১), ১(খ),১(গ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ঠুটিয়াপাকুরা বাজার কুলি মজদুর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৩০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩-২-৯৬ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রির্টাণ ২০০২ সাল

পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২১ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৯-৯-২০০৩ ও ২৮-১১-২০০৫ ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে ২০০৬ ও ২০৭৬ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রয়ে এক্সিবিট-১(খ), ১(ক) এবং ২০৭৬ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ ২০০৩ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসুত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ঠুটিয়াপাকুর বাজার কুলি মজদুর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৪৩০) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত ঃ- মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ১৯/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ রবিউল হোসেন, সভাপতি,

২। মোঃ আফজাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,

গাইবান্ধা আটা, তৈল ও ময়দা মিলস্ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৭৬৭, গোডাউন রোড, জেলা-গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ শামসুল আলম, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ১০-৫-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলম, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ শামসুল আলমের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা আটা, তৈল ও ময়দা মিলস্ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৬৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পর পর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৮-১-৯৯ ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষির্ক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট(১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্ত ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৬-১০-০৪ ও ২৮-১১-০৫ তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/১৯৭০ ও ২০৭৮ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ), ১(ক) এবং ২০৭৮ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম প্রক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ গাইবান্ধা আটা, তৈল ও ময়দা মিলস্ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৭৬৭) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২৫/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ তোফায়েল আহম্মেদ, সভাপতি

২। মোঃ মোকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক

রৌমারী ভ্যান ও রিক্সা চালক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-২১৩৫), বড়াইকান্দি বাজার মোড়, পোঃ শৌলমারী, উপজেলা রৌমারী, জেলা কুড়িগ্রাম—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, **দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৪, তাং ১৪-৫-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা ও (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলাম, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১ ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আলমুতাজিদুল ইসলামের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রৌমারী ভ্যান ও রিক্সা চালক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২১৩৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০২-০৬-০২ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং

ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১৮-৫-০৪ ও ১১-১০-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৮৫৭ ও ১৬৮৬ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ), ১(ক) এবং ১৬৮৬ স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং কোন সালে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রৌমারী ভ্যান ও রিক্সাচালক ইউনিয়নের, (রেজিঃ নং রাজ-২১৩৫), বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ,**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৪/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আতাউর রহমান, সভাপতি

২। শ্রী অমির নারায়ণ দে, সাধারণ সম্পাদক

রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৩২৭, ঘোড়ামারা, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ১৬-০৫-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩২৭), বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-০১-৭০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২১-০১-২০০১ইং থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০০ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ১৬(বি) ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। তাছাড়া বাংলদেশ রেশম বোর্ড, রাজশাহীর সদস্য রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী বন্ধ ঘোষিত হওয়ায় ২৬-১২-০৪ তারিখের ৩০৬৮ নং স্মারকমূলে রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য পত্র এক্সিবিট-১(খ) প্রেরণ করেন। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৬-০৫-০৫ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/১৮১০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ২১-০১-০১ইং তারিখ থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রাজশাহী সিল্ক ফ্যাক্টরী শ্রমিক ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৩২৭) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২৬/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ নূর কুতুবে আলম, সভাপতি

২। মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক

দেবীগঞ্জ থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১৬৪৯), দেবীগঞ্জ বাজার, পোঃ + থানা দেবীগঞ্জ, জেলা পঞ্চগড়—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৫, তাং ৩০-০৫-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এডভোকেট মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ) ও ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ দেবীগঞ্জ থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৪৯) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৪ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ০১-০১-৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ২৩-০৩-০৪ইং থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০৩ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৩০-০৪-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যুশ্রপ/টিইউ/রাজ/১৫২৬/৯৮/৬৯২ মূলে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বার্ষিক রিটার্ন দাখিল প্রসংগে প্রতিপক্ষ বরাবরে চিঠি প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী ০১-০১-৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভের পর ২৩-০৩-০৪ইং তারিখ থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন ২০০৪ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ দেবীগঞ্জ থানা কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের, রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৪৯) বাতিল করার অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-১১৭/২০০৩

মোঃ নুরুল হক, পিতা মৃত খবির উদ্দিন, সাং হরিহর, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁও, বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা ঠাকুরগাঁও—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁও।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, আদমজী কোর্ট ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩৪, তাং ৩১-০৫-০৬

অদ্য মামলাটি স্বাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ১ জন স্বাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব এ্যাড মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথিস্বাক্ষী পরীক্ষার জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলা উঠাইয়া লইবার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ নুরুল হক এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। বাদীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আরজি ও মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও দরখাস্ত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী পদোন্নতিক্রমে অফিসার হওয়ায় এই মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি উঠাইয়া লইবার অনুমতি চেয়েছেন। সুতরাং জবানবন্দী দৃষ্টে বাদীর মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি পাইবার হকদার মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি বাদীর নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ,**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ১। জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ৫ই জুন/২০০৬

আই, আর, ও, মামলা নং-২/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল হামিদ মোল্লা, সভাপতি

২। মোঃ সাহেব আলী, সাধারণ সম্পাদক

উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮০), পলাশবাড়ী, পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত)এর ১০(২) ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮০), পলাশবাড়ী, পুরাতন বাস স্ট্যান্ড, গাইবান্ধা এর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য আনীত একটি মামলা।

দরখাস্তকারী মামলার সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮০), পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা গত ২১-৫-৯৮ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ২১-৫-৯৮ইং তারিখের পর থেকে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ (এ) ধারা এবং ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারা মোতাবেক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির ২ বৎসরের অধিক সময়ের জন্য দায়িত্ব পালনের অধিকার রাখে না। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আইন ও সংবিধান লংঘন করায় ৫-১-০৩ ইং তারিখের ২৮নং স্মারকের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কোন নির্বাচনী ফলাফল দাখিল করে নাই বা কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি আইন বিধি মোতাবেক নির্বাচন অনুষ্ঠান না করায় বা নির্বাচনী ফলাফল দাখিল না করায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারা মোতাবেক রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য মামলাটি আনীত হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা (রেজিঃ নং রাজ-১৬৮০), পক্ষে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ১৩ জন সদস্য সংখ্যার মধ্যে প্রায় সকল সদস্যই অশিক্ষিত এবং তাহাদের শ্রম আইন ও নিয়মাবলী সংক্রান্ত সঠিক কোন জ্ঞান নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে ২০০৩ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া নির্বাচনী ফলাফল শ্রম দপ্তরকে জানাইয়াছিল এবং ঐ নির্বাচনী ফলাফল আদালতে দাখিল করিয়াছে। প্রতিপক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনিয়ন পক্ষে ভুল ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সংশোধিত হইবার সুযোগ চেয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন ভুল হইবে না মর্মে বন্ড প্রদান করেছে। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অনুষ্ঠিত নির্বাচনী কার্যক্রম গ্রহণের আবেদনপূর্বক মামলাটি নামঞ্জুর করিয়া ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেছে। সুতরাং দরখাস্তকারীর মামলাটি খরচাসহ ডিসমিসযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয় ঃ

১। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী কি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০ (২) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী মৌখিক স্বাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হন এবং দাখিলী কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট- ১ এবং উহাতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট- ১(ক), ১(খ), ১(গ), হিসাবে প্রমাণে আনেন। অপরদিকে প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়ন পক্ষে ডি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল হামিদ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বর্তমান মেয়াদের সভাপতি মৌখিক স্বাক্ষী হিসাবে পরীক্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-ক, ক(১), খ, খ(১) , গ হিসাবে প্রমাণে আনেন। মামলাটিতে দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে নিযুক্তিয় বিজ্ঞ প্রতিনিধি এবং প্রতিপক্ষে নিযুক্তিয় বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয় এবং রেকর্ড রায় প্রদানের জন্য গৃহীত হয়। দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষেস রাজশাহী তাহার বিজ্ঞ প্রতিনিধি যুক্তিতর্ক পেশকালে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি

মজদুর ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে প্রতি দুই বৎসর পরপর আইন ও সংবিধান মোতাবেক কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই এবং নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(ঞ) ধারা এবং ইউনিয়নের সংবিধানের ২৪ ধারার বিধান লংঘন করায় আইনানুগভাবেই ইউনিয়টির রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হওয়ায় ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। অপরদিকে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক পেশকালে এইরূপ নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়নের ১৩ জন সদস্যের প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হওয়ায় এবং তাহাদের শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়নের বিধি-বিধান সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান না থাকায় ও দূরবর্তী এলাকায় অবস্থান করায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২০০৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল শ্রম দপ্তরকে জানাইয়াছিল এবং ঐ নির্বাচনী ফলাফল আদালতে দাখিল করেছে এবং ইউনিয়ন পক্ষে ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সংশোধিত হইবার সুযোগ চেয়েছেন এবং মামলাটি নামঞ্জুরের নিবেদন করেন। স্বীকৃত মতেই বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত এক্সিবিট-১(ক) ও ১(খ) ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রতিপক্ষের প্রতি ইউনিয়ন-এর নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার জন্য ইস্যু করা হয় কিন্তু ইহা স্বীকৃত মতেই প্রতিয়মান হয় যে, এক্সিবিট-১(গ) প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশনার মোঃ রমজান আলী কর্তৃক ২১-১-০৩ তারিখে ইস্যুকৃত চিঠিটি দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস ২৯-১-০৩ তারিখে প্রাপ্ত ডাইরী নং ৩৫০ হিসাবে রেকর্ডভুক্ত রহিয়াছে যাহা দৃষ্টে প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কর্তৃক ২০০৩ সালের ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বিষয় অনুমিত হয়। স্বীকৃত মতেই দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক অত্র মামলাটি শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার অজুহাতে ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং তৎপোসকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আঃ আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা করবরেটিভ স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার জেরার স্বীকারোক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি ১৩ সদস্যের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইউনিয়ন যাহা ১৯৯৮ সালে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, নির্বাচন কমিশনারের চিঠিটি ২৯-১-০৩ তারিখে পেয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষের প্রদত্ত নির্বাচনী ফলাফল অফিস গ্রহণ করে কি না তা তাহার জানা নাই। অপর দিকে ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল হামিদ বর্তমান মেয়াদের সভাপতি, উদয় সাগর (দক্ষিণ) কুলি মজদুর ইউনিয়ন, পলাশবাড়ী তাহার মামলার স্বপক্ষে করবরেটিভ স্বাক্ষ্য দিয়াছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত করিয়া নির্বাচনী ফলাফল শ্রম দপ্তরকে জানিয়েছিল এবং ঐ নির্বাচনী ফলাফল আদালতে দাখিল করেছেন। ডি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল হামিদ সভাপতি, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের বক্তব্যের পোষকতায় এক্সিবিট নির্বাচনী ফলাফল, ক(১) নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি, এক্সিবিটক-খ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত চিঠি এবং এক্সিবিট-খ(১) শ্রম দপ্তর বরাবর উক্ত চিঠি প্রেরণের ডাক রশিদ আদালতে প্রমাণে এসেছে। এক্সিবিট-ক প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ১৫-২-০৩ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক প্রাপ্ত নির্বাচনী ফলাফল, নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ইত্যাদি কাগজাদি দৃষ্টে ইউনিয়টির কার্য-নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং দরখাস্তকারী পক্ষের আরজি বর্ণিত মতে ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার বিষয়ের বক্তব্য আইনতঃ টিকে না। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় রেজুলেশন গ্রহণ সংক্রান্ত এক্সিবিট-গ রেজুলেশন বহি প্রমাণে এনেছেন। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে বর্তমান মেয়াদের সভাপতি মোঃ আঃ হামিদ স্বাক্ষ্য দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অশিক্ষিত শ্রমিক সদস্যগণের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার আবেদন করেছেন। প্রাপ্ত স্বাক্ষ্য দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণ অশিক্ষিত এবং তাহাদের আইন ও বিধি সংক্রান্ত অজ্ঞ থাকার বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

যেহেতু প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন পক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রমাণিত হয়েছে এবং নির্বাচনী ফলাফল এক্সিবিট-ক আদালতে প্রমাণে এসেছে সেহেতু প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সদস্যগণের অজ্ঞতার বিষয় বিবেচনায় আনিয়া ইউনিয়ন পক্ষের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হইল এবং ভবিষ্যতে আইন ও বিধি লংঘন না করিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনী ফলাফল এবং বার্ষিক রিটার্ন যথাসময়ে দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিলের পরামর্শ দেওয়া গেল এবং তৎকারণে (compassionate ground) এ প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল রাখার বিষয় উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলাপ আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বহাল থাকায় ১ম পক্ষের মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি দোতরফাসূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর (disallowed) হয়। প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবেই বহাল থাকিবে এবং প্রতিপক্ষকে ভবিষ্যতে আইন ও বিধি মোতাবেক যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানপূর্বক নির্বাচনী ফলাফল দাখিলের পরামর্শ দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩২/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ মশফিকুর রহমান, সভাপতি

২। মোঃ মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক

ফুলবাড়ী ট্রাক্টর মালিক সমিতি, (রেজিঃ নং রাজ-১৯৮২), গৌরীপাড়া (সদর রোড), পোঃ ও উপজেলা ফুলবাড়ী, দিনাজপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, **দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৫, তাং ০৬-০৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ও ১(গ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১, ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ফুলবাড়ী ট্রাক্টর মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৮২), বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৯-১১-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ন ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০২ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ন দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৩ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৫-৫-০৪ ও ২-৩-০৬ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/৮৯৮ ও ৪২৬ মূলে রেজিস্ট্রেশন বতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এবং ৪২৬ নং স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ন ২০০২ সাল থেকে দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ফুলবাড়ী ট্রাক্টর মালিক সমিতির রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯৮২) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ,**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ২৭/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ আসাদুর রহমান, সভাপতি,

২। মোঃ আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক,

কাগইল ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ১৮৭৪,
পোঃ কাগইল, গাবতলী, জেলা বগুড়া—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল—**দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৫, তাং ৭-৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব মোঃ মোরতোজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য, (২) জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খাঁন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১, ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ কাগইল ইমারত নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৮৭৪) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২২-৩-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৫ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৭-৮-০২ ও ২৪-১-০৬ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে ১৭১৩ ও ১৬০ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(খ) ও ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ কাগইল ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৮৭৪) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল। -

মোঃ আবদুস সামাদ

চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ,
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩৩/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ আঃ আজিজ খান, সভাপতি,

২। মোঃ বাবুল, সাধারণ সম্পাদক,

সিরাজগঞ্জ ফ্লাওয়ার ও সেমাই মিলস শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৮৩৭, ষ্টেশন রোড, সিরাজগঞ্জ—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ জিয়াউল হক খান—**দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৫ তাং ১১-৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধি হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এ্যাডভোকেট মোতাহার হোসেন এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে কাগজাদি (দপ্তর নথি) দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জিয়াউল হক খান, সহকারী শ্রম পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ জিয়াউল হক খানের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১, ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ সিরাজগঞ্জ ফ্লাওয়ার ও সেমাই মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৮৩৭) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৪-১০-১৯৯ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ

ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০২ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ১-৩-০৬ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ ৪০৮ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০৩ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ সিরাজগঞ্জ ফ্লাওয়ার ও সেমাই মিলস শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৮৩৭) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-১৬/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**

বনাম

১। মোঃ শহিদুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,

পলাশবাড়ী থানা ইট প্রস্তুতকারী শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-১৫৮৫), পলাশবাড়ী চৌমাথা, ঘোড়াঘাট রোড, পোঃ ও থানা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল—**দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৮ তাং ১৩-৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য এবং (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক)-১(খ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদি ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয় দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী থানা ইট প্রস্তুতকারী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ১৫৮৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ৩-৯-১৯৯৭ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(ঘ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ৫-১-০৩, ১-৭-০৩ ও ২৮-১১-০৫ইং তারিখের স্মারক নং যথাক্রমে আরটিইউ/রাজ/২৩, ১৩২১ ও ২০৮২ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপিসমূহ যথাক্রমে এক্সিবিট-১(গ), ১(খ), ১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০০ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ পলাশবাড়ী থানা ইট প্রস্তুতকারী শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৫৮৫) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩৬/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রংপুর সুগার মিলস ওয়ার্কার্স শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং বি-৭৭০), মহিমাগঞ্জ, জেলা গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল—**দরখাস্তকারী পক্ষ।**

আদেশ নং ৫ তাং ১৫-৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য এবং (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রংপুর সুগার মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং বি-৭৭০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ২৭-৬-০৪ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন/শ্রঃইউ/৩৭৩ নম্বর রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আবেদন পত্র হইতে জানা যায় বিএসএফআইসির ১৮-২-০৪ইং তারিখের ইআরএসএফ/রচিক/পে-অফ/২০০৩/২৩৫ নম্বর পত্রের মাধ্যমে রংপুর সুগার মিলস লিঃ এর সকল শ্রমিক/কর্মচারীগণকে ৩১-০৩-০৪ইং তারিখ হইতে পে-অফ (ছাঁটাই) করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুরের সহকারী শ্রম পরিচালক এস, এম, নুর সরেজমিনে তদন্তে গিয়া জানিতে পারেন যে, উক্ত মিলের সকল শ্রমিক/কর্মচারীগণকে পে-অফ/ছাঁটাই করায় ইউনিয়নের কার্যক্রম বন্ধ এবং সদস্যবিহীন হইয়া পড়ায় ইউনিয়নটি অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে বিধায় সংবিধানের ১ ও ৪নং ধারার বিধান মোতাবেক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আইনানুগভাবে বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ১(খ), ১(গ), দৃষ্টে দেখা যায় যে, রংপুর সুগার মিলস লিঃ লে-অফ করে ৩১-৩-০৪ইং তারিখ থেকে উক্ত মিলের সকল

শ্রমিক/কর্মচারীকে পে-অফ (ছাঁটাই) করা হয়েছে। ফলে ইউনিয়নটি সদস্যবিহীন হইয়া পড়ায় কার্যক্রম বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারা বিধানে ইউনিয়নের কোন অস্তিত্ব নাই হেতু রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইয়াছে। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/রিটার্ণ ২০০১ সাল পর্যন্ত দাখিল করেছে যাহা এক্সিবিট-১(খ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় কিন্তু তৎপরবর্তীতে আর কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার সংবিধানের (এক্সিবিট-২) ৬ অনুচ্ছেদের ১৮ ধারা মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে ইউনিয়নের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে সাক্ষী-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় এবং ইউনিয়টি অস্তিত্বহীন প্রমাণিত হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ রংপুর সুগার মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং বি-৭৭০) আই, আর, ও ১০(২) ধারা মোতাবেক বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং-৩৫/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। মোঃ আব্দুল হামিদ, সভাপতি (দাবীদার),
২। মোঃ সবুর মিয়া, সাধারণ সম্পাদক(দাবীদার),
৩। মোঃ আব্দুল বাকী, সভাপতি (দাবীদার),
৪। মোঃ বাবলু মিয়া, সাধারণ সম্পাদক(দাবীদার),

৪নং বরিশাল ইউ, পি, কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন, (রেজিঃ নং রাজ-২২০৫), দুবলাগাড়ী, জুনাদহ কলারহাট (বিশ্ব রোড সংলগ্ন), উপজেলা পলাশবাড়ী, জেলা গাইবান্ধা—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল—**দরখাস্তকারী পক্ষ**।

আদেশ নং ৬ তাং ১৯-৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য এবং (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক)—১(ঋ), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ ৪নং বরিশাল ইউ, পি, কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ২২০৫) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০২ হইতে ২০০৪ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী যথাসময়ে দাখিল না করায় ১ম পক্ষের অফিসের ২৮-১১-০৫ইং তারিখের স্মারক নং ২০৬৯ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ দিলে উক্ত নোটিশের জবাবের সহিত ২৪-১২-২০০৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সংবিধান বহির্ভূতভাবে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির স্থলে ৭ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচনী ফলাফল ও ২০০৫ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল করেন। তাছাড়া প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের অন্য এক পক্ষ নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ সুরুজ হক লিটনের ২৫-২-০৬ইং তারিখের স্বাক্ষরে পুনরায় আর একটি নির্বাচনী ফলাফল ও ২০০২ হইতে ২০০৫ সালের রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করেন। ২৪-১২-০৫ইং তারিখের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ বাবলু মিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কার্যনির্বাহী কমিটিতে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন না করিয়া মনগড়া খেয়ালখুশিমত পৃথক পৃথক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীও যথাসময়ে দাখিল না করিয়া বিধি বহির্ভূত সময়ে দাখিল করায় রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য হইতেছে। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২১-১১-২০০২ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল ও কোন সালের বার্ষিক রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল না করায় প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ২৮-১১-০৫ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/ রাজ ২০৬৯ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে দেখা যায়। অতঃপর প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের সভাপতি ৫-৩-০৬ইং তারিখে এক্সিবিট-১(খ) মূলে জবাব দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়নটি ২১-১১-০৩ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বিধায় ২০০২ ও ০৩ সালের রিটার্ণ দাখিলের প্রশ্ন উঠে না এবং ২০০৪ ও ২০০৫ সালের রিটার্ণ দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু ইউনিয়নের সংবিধান দৃষ্টে দেখা যায় ইউনিয়নটি ২১-১১-০২ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। এক্সিবিট-১(ছ) ও ১(জ) দৃষ্টে দেখা যায় ২৪-১২-০৫ইং তারিখে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উহাতে সভাপতি মোঃ হামিদ মিয়া ও মোঃ সবুর মিয়া

সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং এক্সিবিট-১(ঝ) ২০০৫ সালের বার্ষিক রিটার্ণে সভাপতি আঃ হামিদ মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক সবুর মিয়া স্বাক্ষর করেন। তাছাড়া এক্সিবিট-১(গ) দৃষ্টে দেখা যায় যে, মোঃ বেলাল মিয়া সভাপতি সুরুজ হক লিটনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন এবং ২৮-২-০৬ইং তারিখে নির্বাচন সম্পন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এক্সিবিট-১(ঘ) নির্বাচন কমিশনার সুরুজ হক লিটন কর্তৃক নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ও তফসিল ঘোষণা ও এক্সিবিট-১(ঙ) ২৫-২-০৬ইং তারিখে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং উক্ত নির্বাচনী ফলাফল তালিকায় মোঃ আঃ বাকী মিয়া সভাপতি ও মোঃ বাবলু মিয়া সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত মর্মে উল্লেখ করেন এবং উক্ত বাকী মিয়া সভাপতি ও বাবলু সাঃ সম্পাদক হিসাবে ২০০২—২০০৫ সালের বার্ষিক রিটার্ণ ১ম পক্ষের দপ্তরে দাখিল করেন যাহা এক্সিবিট-১(চ) দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক, এক্সিবিটভুত কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নে দুইটি পক্ষ আছে এবং কোন পক্ষই শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ও সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২৪ ধারা অনুযায়ী যথাসময়ে ও বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করিয়া তাহাদের খেয়াল খুশিমত নির্বাচনী ফলাফল ও বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করায় এবং রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং যথাযথ সময়ের মধ্যে রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষী-প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ ৪নং বরিশাল ইউপি কুলি শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-২২০৫) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও মামলা নং ১১৬/২০০৩

মোঃ আব্দুল আলী, পিতা মৃত মোঃ খোরশেদ আলী, সাং ইসলাম নগর, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁও, বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, জেলা ঠাকুরগাঁও—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও।

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, পোঃ ঠাকুরগাঁও রোড, থানা ও জেলা ঠাকুরগাঁও।

৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট, ১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী) পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী—**প্রতিপক্ষের আইনজীবী**।

আদেশ নং ৩৫ তাং ১৮-৬-০৬

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরিক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ১ জন সাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য এবং (২) জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান হিরু কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন।

মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল আলী বাদীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। বাদীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আরজি ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। পি, ডাব্লিউ-১ বাদীর জবানবন্দী ও মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী পদোন্নতিক্রমে অফিসার হওয়ায় মামলাটি পরিচালনা করিবেন না এবং মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার আবেদন করেছেন হেতু মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্তটি মঞ্জুরযোগ্য মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাদীর মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি নন্-প্রসিকিউসন গ্রাউন্ডে প্রত্যাহার করিয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩১/২০০৬

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মোঃ আব্দুস সামাদ, সভাপতি,

২। মোঃ ফিরোজ সরকার, সাধারণ সম্পাদক,

নলকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-১৯১০,
বিশ্ব রোড, পোঃ নলকা, থানা রায়গঞ্জ, জেলা সিরাজগঞ্জ—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল—দরখাস্তকারী পক্ষ।

আদেশ নং ৭ তাং ২৫-৬-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (১) জনাব মোঃ মোরতোজা রেজা কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য (২) জনাব মোঃ লোকমান হোসেন কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি কোর্ট গঠন ও একতরফা শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ ফিরিস্তিমূলে দপ্তর নথি দাখিল করিয়াছেন।

রেকর্ড কোর্ট গঠনের জন্য লওয়া হইল। উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। একতরফা সূত্রে পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আব্দুল আউয়াল, শ্রম কর্মকর্তা, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, রাজশাহী এর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হয় এবং দাখিলী কাগজাদি এক্সিবিট-১, ১(ক), ১(ক)(১), ২ হিসাবে প্রমাণে চিহ্নিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১, মোঃ আঃ আউয়ালের জবানবন্দী, কাগজাদির ফাইল এক্সিবিট-১ ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ নলকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯১০) বাতিলের অনুমতি চেয়েছেন এবং অভিযোগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন ২ বৎসর পরপর গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন না করায় এবং ২০০১ সাল থেকে ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী দাখিল না করায় আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রেশন বাতিলযোগ্য। একতরফা জবানবন্দী ও কাগজাদি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি গত ২৬-৭-২০০০ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থেকে ইউনিয়নের সংবিধান ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক ২ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নির্বাচনী ফলাফল ও

কোন রিটার্ণ দরখাস্তকারীর দপ্তরে দাখিল করে নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নটি উহার সংবিধান (এক্সিবিট-২) এর ২২ ধারা ও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করেছে। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিস থেকে ০১-০৩-০৬ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/৪০৯ মূলে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পূর্ব নোটিশ প্রেরণ করা হয় যাহার অফিস কপি এক্সিবিট-১(ক) এবং উক্ত স্মারক প্রেরণের রেজিঃ ডাক রশিদ এক্সিবিট-১(ক)(১) এক্সিবিট-১ দপ্তর নথিতে রক্ষিত আছে। সুতরাং প্রতিপক্ষ ইউনিয়ন উহার গঠনতন্ত্র এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভের পর থেকে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে এবং কোন সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেছে মর্মে কোন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া আদালতে হাজির না হওয়ায় ১ম পক্ষের অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই বর্ণিত কারণে অত্র আদালত অভিমত পোষণ করেন যে, ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, মামলাটি একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর (allowed) হয়। ১ম পক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ নলকা রিক্সা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ-১৯১০) বাতিলের অনুমতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ ঃ ১। জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি—মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল—শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ, ১০ই মে/২০০৬

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৬৪/২০০৫

১। মোঃ মোজাম্মেল হক, সভাপতি,

২। মোঃ অহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন, বারাইহাট,
ডাকঘর খাজাপুর, থানা ফুলবাড়ী, জেলা দিনাজপুর—আপীলকারী পক্ষ।

বনাম

২। রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—**প্রতিপক্ষ** ।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আপীলকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

৩। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষ শ্রেণীভুক্ত হইবার আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী।

রায়

ইহা আপীলকারী মোঃ মোজাম্মেল হক, সভাপতি ও মোঃ অহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন, বারাইহাট কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশের বিরুদ্ধে আনীত একটি মামলা।

আপীলকারী পক্ষের আপীলের মেমোতে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দিনাজপুর জেলাধীন ফুলবাড়ী উপজেলার অধীনে বারাইহাট এলাকার দোকান, প্রতিষ্ঠান, স্ট্যান্ড, স্টোপেজে মালিক ও ইজাদারের অধীনে কর্মরত শ্রমিকগণ তাহাদের জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে ও দাবী-দাওয়া এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ০২-০১-০৫ইং তারিখে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিয়া ২১ জন শ্রমিকের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন এবং ইউনিয়নটির সংবিধান প্রণয়নপূর্বক ১৫-১-০৫ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান অনুমোদনপূর্বক ইউনিয়নটির একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করেন এবং গঠিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির লক্ষ্যে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্ষমতা প্রদান করা হইলে আপীলকারীদ্বয় প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির জন্য প্রতিপক্ষের দপ্তরে ১৭-৭-০৫ইং তারিখে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে তাহার দপ্তরের ২৮-৭-০৫ইং তারিখের ১১৮০ স্মারকমূলে ৮ দফা ভুলত্রুটি সংশোধনের আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর ১১-৮-০৫ইং তারিখে জমা প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন, ফুলবাড়ী ইউনিয়নটিকে রেজিস্ট্রেশন না দিয়া তাহার দপ্তরের ০৮-৯-০৫ইং তারিখের স্মারক নং-১৪৫৩ মূলে ৫ দফা কারণ দর্শাইয়া রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীল মামলাটি শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(৩) ধারা মোতাবেক দায়েরপূর্বক প্রত্যাখ্যান আদেশটি রদ রহিতপূর্বক আপীলকারীর প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আবেদন করেন এবং আপীলের মেমোতে হেতুবাদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রতিপক্ষের প্রত্যাখ্যান আদেশটি আইনানুগ ও যথার্থ হয় নাই। প্রতিপক্ষ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সকল কার্যক্রমের ভুল ব্যাখ্যা দিয়া ও ভ্রমাত্মক তদন্ত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করিয়া সঠিকভাবে কাগজাদি পর্যালোচনায় নেন নাই। তদন্তকালে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ১০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিয়া তদন্তকার্যে সহায়তা করেন। ১৫ সদস্যের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির শ্রমিক সদস্যগণ অশিক্ষিত ও মুর্খ

হওয়ায় সঠিকভাবে ইংরেজী মাসের তারিখ বলিতে পারেন নাই যাহা দোষণীয় নহে। দোকান মালিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্রগুলি যথার্থ ছিল। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের দাখিলী কাগজাদির উপর ভিত্তি করিয়া ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন প্রদানে কোন আইনগত বাধা নাই এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনতঃ হকদার।

অপরদিকে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী লিখিত জবাব দাখিল করিয়া আপীল মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বলেন যে, আপীলকারীর প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষে আইনানুগ ও যথাযথভাবে কাগজাদি দাখিল করিতে পারেন নাই। প্রতিপক্ষ শ্রম দপ্তরের অধীন আঞ্চলিক শ্রম কর্মকর্তা, বগুড়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব মোঃ শামসুল আলম ঘটনাস্থল ইউনিয়ন এলাকা সরেজমিনে তদন্ত করিয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কার্যালয় পান নাই এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সভা অনুষ্ঠানের বক্তব্য মিথ্যা ও ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬(ক)(১) মোতাবেক ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার নহে। তদন্তকালে প্রমাণিত হয় যে, মোঃ বুধু জালাল, পিতা ইসমাইল হোসেন ডি ফরমে উল্লেখ থাকিলেও ফরমের নীচে নাম স্বাক্ষরটি শুধু জালাল দেখা যায় এবং বুধু জালাল তদন্তে উপস্থিত স্বাক্ষরটি তাহার নহে মর্মে জানান এবং ডি ফরমটির স্বাক্ষর জাল প্রতীয়মান হয়। প্রত্যায়ন পত্র প্রদানকারী দোকান, প্রতিষ্ঠান মালিকগণের মধ্যে উপস্থিত মালিক ও প্রতিনিধির বক্তব্য মতে প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখিত শ্রমিকগণের নামের কোন মিল পাওয়া যায় নাই এবং তদন্তকালে ৬ জন শ্রমিক সদস্যকে আদৌ উপস্থিত পাওয়া যায় নাই। প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শ্রমিক সদস্য দেখাইতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি আইনানুগভাবেই রেজিস্ট্রেশন পাইতে পারে না। প্রতিপক্ষের উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে সঠিক কাজগপত্র পাওয়া যায় নাই। সুতরাং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৫ দফা আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ সঠিক ও আইনানুগ হওয়ায় আপীলকারী পক্ষ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন। প্রতিপক্ষের উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আপীলকারী পক্ষ সঠিকভাবে সংশোধনে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষের প্রত্যাখ্যান আদেশটি বহালযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

(১) প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন, বারাইহাট, ফুলবাড়ী ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন ৮-৯-০৫ইং তারিখের স্মারক নং-১৪৫৩ মূলে প্রত্যাখ্যান আদেশটি কি বেআইনী হইয়াছে ?

(২) আপীলকারী পক্ষ কি প্রার্থীত মতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১ ও ২ নং বিবেচ্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত মতেই আপীলকারী মোঃ মোজাম্মেল হক, সভাপতি এবং মোঃ অহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন, বারাইহাট, ফুলবাড়ী এক্সিবিট-ক মূলে ১৭-৭-০৫ইং তারিখে প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর নিকট

প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন আবেদন করেন এবং রেজিস্ট্রেশন আবেদনটি প্রতিপক্ষ কর্তৃক ৮-৯-০৫ইং তারিখের ১৪৫৩ নং স্মারক এক্সিবিট-ক(৩) মূলে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(২) ধারা মোতাবেক প্রত্যাখ্যান হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৬৪/০৫ দায়ের হয়। ইহা উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী-আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক এক্সিবিট-ক(১) ২৮-৭-০৫ইং তারিখের ১১৮০ স্মারক মূলে ৮ দফা আপত্তি উত্থাপিত হইলে আপীলকারী পক্ষ এক্সিবিট-ক(২) মূলে ভুলত্রুটি সংশোধনী দাখিল করেন। ইহা আরও স্বীকৃত যে, আপীলকারী পক্ষ প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে ২১ জন শ্রমিক সদস্য দ্বারা ২-১-০৫ইং তারিখে প্রথম সাধারণ সভা ও ১৫-১-০৫ইং তারিখে দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের দাবী করিয়াছেন এবং এক্সিবিট-ঘ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান দাখিল করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি বারাইহাট এলাকা সংলগ্ন দোকান, প্রতিষ্ঠান, স্ট্যান্ড, স্টোপেজে পণ্য সামগ্রী লোড-আনলোডের কাজে কর্মরত এবং ইজারাদার ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত একটি ইউনিয়ন। সুতরাং সংবিধান দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একই রকম প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের দ্বারা প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়নটি গঠিত হয় নাই। দরখাস্তকারী-আপীলকারীর দাখিলী এক্সিবিট-ঙ, ঙ(১)-ঙ(১১) ১২টি প্রত্যয়ন পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী প্রতিষ্ঠানের (সারের দোকান, সিমেন্টের গুদাম, চাউলের আড়ৎ, তেলের গুদাম, কাঁচামালের আড়ৎ, স্ট্যান্ড স্টপেজ ইত্যাদি) অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের দ্বারা প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠন দেখাইয়াছেন। কিন্তু আইনের বিধানে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শ্রমিকদের দ্বারা ইউনিয়ন গঠন করা প্রয়োজন। দরখাস্তকারী-আপীলকারী পক্ষে দাখিলী এক্সিবিট-চ, চ(১)-চ(১৪) ১৫ জন সদস্যের ডি ফরম প্রতিপক্ষ শ্রম দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ সভায় উপস্থিত শ্রমিক সদস্যের সংখ্যা ছিল ২১ জন। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ক পেশকালে বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই এবং ৮ দফা আপত্তির সংশোধনী ও কাগজপত্র দাখিল করা সত্ত্বেও আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়নটিকে বেআইনীভাবে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করেন নাই। স্বীকৃত মতেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নের শ্রমিক সদস্য সংখ্যা ১৫ জন এক্সিবিট-'গ' পি ফরমে দেখা যায়। এক্সিবিট-ক রেজিস্ট্রেশন আবেদন রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর নিকট দায়ের করেছিলেন এবং উক্ত পি ফরমে শ্রমিক সদস্যদের মালিক ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। রেসপনডেন্ট পক্ষে বিজ্ঞ প্রতিনিধি যুক্তিতর্ক পেশকালে উল্লেখ করেন যে, প্রত্যয়ন পত্রের/শ্রমিক সদস্যদের নামের সংগে পি ফরমের শ্রমিকের নামের কোন মিল নাই এবং তদন্তে ৬ জন শ্রমিককে উপস্থিত না পাওয়ায় সঠিকতা যাচাই করিতে পারেন নাই। আপীলকারী পক্ষ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শ্রমিক দেখাইতে পারেন নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাল্পনিক শ্রমিক দেখাইয়া আইনতঃ রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার নহেন এবং তৎ মোতাবেক অত্র আপীল মামলাটি নামঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিজ্ঞ আইনজীবী ও বিজ্ঞ প্রতিনিধির বক্তব্য, আপীল মামলার রেকর্ড, দাখিলী কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়ন ১৫ জন শ্রমিক সদস্য দেখাইয়া রেজিস্ট্রেশন আবেদন করিয়াছেন যাহা পি ফরম এক্সিবিট-গ তে উল্লেখ রহিয়াছে। পি ফরম এক্সিবিট-গ এবং এক্সিবিট-ঙ(২) সারের দোকানদার মিজানুর রহমান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র, এক্সিবিট-ঙ(৩) আনোয়ার হোসেন সিমেন্টের দোকানদার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র এবং এক্সিবিট-ঙ(৪)-ঙ(১১) প্রত্যয়ন পত্রগুলি এবং এক্সিবিট-চ, চ(১)-চ(১৪) ১৫টি ডি-ফরম পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, সারের দোকানদার মিজানুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখিত শ্রমিক সদস্য শ্রী মিন্টু নামীয় কোন ডি-ফরম আদালতে দাখিল হয় নাই এবং উক্ত প্রত্যয়নপত্রে মোঃ জালাল উল্লেখ শ্রমিক সদস্য দেখাইয়াছেন কিন্তু এক্সিবিট-চ(১০) ডি-ফরমে বুধু জালাল নাম উল্লেখে গরমিল দেখা যায়। এক্সিবিট-ঙ(২) প্রত্যয়নপত্রে মোঃ জালাল এর পিতার নাম উল্লেখ নাই। সুতরাং পি-ফরমে উল্লেখিত শ্রমিক সদস্যদের নাম ও প্রত্যয়নপত্রে মালিকদের প্রদর্শিত শ্রমিক সদস্যদের নামের মধ্যে কিছুটা গরমিল দেখা যায়। প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উত্থাপিত এক্সিবিট-ক(১)৮ দফা আপত্তির ৪ দফায় রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী পক্ষে উক্ত পি-ফরমে প্রতিষ্ঠানের

মালিক ও হাটের ইজাদারদের ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যায়ন পত্র দিয়াছেন মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এক্সিবিট-ক(৩) রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাখ্যান আদেশটি রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন ৩ ও ৪নং গ্রাউন্ডে সঠিকভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রমিক সদস্য বুধু জালালের ডি-ফরমের স্বাক্ষরটি জাল এবং দোকান, আড়ৎ ও গুদামের মালিক ও প্রতিষ্ঠানের প্রত্যায়নপত্রের নামের সংগে পি-ফরমে প্রদর্শিত শ্রমিকদের নামের গরমিল রহিয়াছে। স্বীকৃত মতেই বিরোধীয় রেজিস্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশের পূর্বে উপ-শ্রম পরিচালক মোঃ শামসুল আলম নির্দেশিত হইয়া সরেজমিনে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং এক্সিবিট-খ তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন এবং উক্ত তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা ৬ জন শ্রমিকের সঠিকতা নিরূপণ করিতে পারেন নাই এবং তদন্তে বুধু জালাল শ্রমিক সদস্যকে জাল মর্মে সনাক্ত করেন। মালিকদের প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্রের সংগে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে মিল পান নাই। সুতরাং কোন্ কোন্ শ্রমিক কোন্ কোন্ মালিকের অধীনে নিয়োজিত তাহা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ করিতে আপীলকারী পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রত্যায়নপত্রে প্রদর্শিত ৬ জন শ্রমিকের সঠিকতা নিরূপিত হয় নাই এবং শ্রমিক বুধু জালালের ডি-ফরম জাল মর্মে তদন্তে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী-আপীলকারী পক্ষ ক্লিন হ্যান্ডে না আসার বিষয়টি অনুমিত হয়। তাই আইনও ইকুয়িটি মতে one who seeks equity and justice should come with clean hands. এক্ষেত্রে আপীলকারী-বাদী পক্ষ ক্লিন হ্যান্ডে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন নাই। তাছাড়াও প্রস্তাবিত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক্সিবিট-ছ, ছ(১)-ছ(৩) দরখাস্তমূলে ফুলবাড়ী উপজেলা ওয়ার্কার্স শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজিঃ নং রাজ-১৮০৮) পক্ষে অভিযোগ দায়ের করিয়া প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের বিরোধিতা করেন এবং এক্সিবিট ছ(২) জি, ডি, নং-৩১৬ ১২-৫-০৫ইং তারিখে ফুলবাড়ী থানায় দায়ের করেন। তাছাড়াও ইহা সুস্পস্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একই রকম প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক দ্বারা প্রস্তাবিত বারাইহাট লেবার শ্রমিক ইউনিয়নটি গঠিত হয় নাই। সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী প্রতিষ্ঠান যেমন দোকান, স্ট্যান্ড, স্টোপেজ, ইজারাদার, সারের দোকান, সিমেন্টের দোকান, চাউলের আড়ৎ, তেলের গুদাম, কাঁচামালের আড়ৎ ইত্যাদির মালিকের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের দ্বারা প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। কিন্তু আইনের বিধানে একই রকম প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান রহিয়াছে। তাছাড়াও সেক্ষেত্রে আইনানুগভাবেই প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন পাইবার হকদার নহে। আমরা পেয়েছি যে, আপীলকারী পক্ষ ক্লিন হ্যান্ডে রেজিস্ট্রেশন আবেদন দাখিল করেন নাই। পি-ফরমে প্রদর্শিত শ্রমিকদের নাম সঠিক প্রাপ্ত হয় নাই এবং বুধু জালালের ডি-ফরমের স্বাক্ষর জাল এবং শ্রী মিন্টু মিজানুর রহমানের সারের দোকানের কোন শ্রমিক নহেন। আইন ও ইকুয়িটি মতে one who seeks equity and justice should come with clean hand. এক্ষেত্রে আপীকারী পক্ষের রেজিস্ট্রেশন আবেদনখানা প্রতিপক্ষ রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আইনসংগতভাবেই ভুলত্রুটিসমূহ বর্ণনা করিয়া শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(২) ধারার বিধান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আদেশটি যথার্থ ও আইনানুগ হওয়ায় হস্তক্ষেপের কোন কিছুই নাই, বরং বিরোধীয় প্রত্যাখ্যান আদেশটি আইনানুগভাবে বহালযোগ্য মর্মে অত্র শ্রম আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং আপীলকারী পক্ষ প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও, (আপীল) মামলাটি দ্বিপক্ষ বিচারে ও গুণাগুণের ভিত্তিতে বিনা খরচায় না মঞ্জুর (dis-allowed) হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আই, আর, ও (আপীল) মামলা নং ২২/২০০৬

১। মোঃ সাইফুল ইসলাম, সভাপতি,

২। মোঃ মমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,

প্রস্তাবিত "পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিঃ কর্মচারী ইউনিয়ন, ঠিকানা নলকা, সিরাজগঞ্জ, থানা ও জেলা সিরাজগঞ্জ—আপীলকারী।

বনাম

রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী—রেসপনডেন্ট/প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, (দোয়েল), আপীলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ শামসুল আলম, রেসপনডেন্ট পক্ষের প্রতিনিধি।

আদেশ নং ৮, তাং ২৯-৫-০৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। আপীলকারী পক্ষের হাজিরা নাই বা কোন তদ্বিরাদী নাই। প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য, (২) জনাব মোঃ কামরুল হাসান কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

আপীলকারী পক্ষকে পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মৌখিকভাবে নিবেদন করেন যে, আপীলকারী পক্ষে মামলা পরিচালনায় তাহার কোন নির্দেশনা নাই। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পূর্বের একাধিক তারিখে আপীলকারী পক্ষে কোন হাজিরা বা তদ্বিরাদী ছিল না। সুতরাং আপীলকারী পক্ষকে ডাকাডাকি করিয়া না পাওয়ায় এবং আপীলকারী পক্ষ মামলা পরিচালনায় ইচ্ছুক না থাকায় মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত অত্র আদালত একমত পোষণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র আই, আর, ও মামলাটি আপীলকারী পক্ষের তদ্বিরাদীর অভাবে এবং নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ১০/২০০৫

মোঃ খাইরুল, পিতা মোঃ সফর উদ্দিন, সাং কৈনিসপাড়া, থানা সৈয়দপুর, জেলা নীলফামারী, সভাপতি, সৈয়দপুর উপজেলা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ২০৪৪—বাদী।

বনাম

মোঃ মোজাম্মেল হক, পিতা মৃত জহির উদ্দিন, সাং কুন্দল, পোঃ ও থানা সৈয়দপুর, জেলা নীলফামারী, সভাপতি, সৈয়দপুর, হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ ১৭৯৩—আসামী।

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৪, তাং ১০-৪-০৬

অদ্য মামলাটি কোর্ট গঠন ও চার্জ গঠন শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষ কোন তদ্বিরাদী গ্রহণ করে নাই। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় যথাক্রমে ঃ (১) জনাব এ্যাডঃ মোতাহার হোসেন ও (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি আসামী পক্ষের সময়ের দরখাস্তসহ পেশ করা হইল।

উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় সমন্বয়ে কোর্ট গঠন করা হইল। আসামী পক্ষের সময়ের প্রার্থনা শেষ বারের মত মঞ্জুর হয়। রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, অভিযোগকারী মোঃ খাইরুল পক্ষে কোন তদ্বিরাদী নাই। অভিযোগকারী গত ৩০-১-০৬, ২০-২-০৬, ১৩-৩-০৬, ২৭-৩-০৬ এবং অদ্যকার তারিখেও কোন তদ্বিরাদী গ্রহণ করেন নাই বা হাজিরা দাখিল করেন নাই যাহাতে বাদীর মামলা পরিচালনায় কোন ইচ্ছা পরিলক্ষিত হয় না। বাদীর গর হাজিরার কারণে মামলাটি খারিজযোগ্য এবং আসামী মামলার অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি পাইবার হকদার মর্মে অত্র আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অভিযোগকারীর শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৬১(খ) ধারার অপরাধে আনীত অভিযোগের দায় হইতে আসামী মোজাম্মেল হককে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ অত্র ফৌজদারী মামলাটি খারিজ অন্তে নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী মামলা নং ৭/২০০৫

শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ আঞ্চলিক কার্যালয়, রংপুর—বাদী (রাষ্ট্র)।

বনাম

১। মোঃ আমিনুল ইসলাম, মালিক, পিতা আলহাজ্ব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

২। মোঃ সালেহ আহম্মেদ, ম্যানেজার, পিতা মৃত আয়েজ উদ্দিন, মেসার্স খলিল অটো ফ্লাওয়ার মিলস, বিসিক শিল্প নগরী, সৈয়দপুর, নীলফামারী—আসামী।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বাদী পক্ষের প্রতিনিধি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), আসামী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৬, তাং ৩০-৪-০৬

অদ্য মামলাটি সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। W/W জারী অন্তে থানা হইতে নথি ফেরত আসিয়াছে। বাদী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছেন এবং অপর এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করিয়াছেন। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। তৎসহ অপর দরখাস্ত দ্বারা জামিন বর্ধিতকরণের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (১) জনাব এ, কে, এ, আতোয়া-এ-রাব্বি কোর্টে উপস্থিত আছেন। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য ঃ (২) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম দুলাল কোর্টে উপস্থিত আছেন। নথি পেশ করা হইল।

আসামীদ্বয়ের জামিন বর্ধিতকরণ দরখাস্ত শুনানী অন্তে মঞ্জুর হয়। অভিযোগকারীর মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদনের প্রেক্ষিতে পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ হাবিবুর রহমান, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, আঞ্চলিক দপ্তর, রংপুর এর জবানবন্দী গৃহীত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ হাবিবুর রহমান, শ্রম পরিদর্শক (সাঃ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, আঞ্চলিক দপ্তর, রংপুর অভিযোগকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। জবানবন্দী ও রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী স্বয়ং আসামীগণের বিরুদ্ধে দাখিলী ফৌজদারী মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে প্রত্যাহার করিয়া লইবার আবেদন করেছেন। অভিযোগকারী জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, আসামীগণের ম্যানেজার তদন্তের দিন অনুপস্থিত থাকায় বিধিসম্মতভাবে সংরক্ষিত রেজিস্ট্রার, মজুরী স্লিপ, মাষ্টার রোল রেজিস্ট্রার, দেখাইতে পারেন নাই এবং তৎকারণে মামলাটি দায়ের হইয়াছিল। বিধিসম্মতভাবে রেজিস্ট্রার পত্রাদি সংরক্ষিত থাকার বিষয় অভিযোগকারীকে সন্তুষ্ট করিয়াছে বিধায় অভিযোগকারী

আসামীগণের বিরুদ্ধে আনীত অপরাধের মামলাটি চালাইতে ইচ্ছুক নহেন। ইহা পরিদৃষ্ট হয় যে, অপরাধের ধারা মিমাংসাযোগ্য হওয়ায় অভিযোগকারী তাহার মামলাটি ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারায় প্রত্যাহারের আদেশ পাইতে হকদার হইতেছেন এবং আসামীগণ অভিযোগের দায় হইতে খালাসযোগ্য হইতেছেন মর্মে অত্র আদালত ও বিজ্ঞ সদস্যদ্বয় একমত পোষণ করেন। সুতরাং অভিযোগকারীর মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র ফৌজদারী মামলার আসামী আমিনুল ইসলাম ও সালে আহম্মেদ এর বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ও নিম্নতম মজুরী বিধিমালার ৯(৩) ধারা ও ২২ বিধি মোতাবেক আনীত অপরাধের অভিযোগ থেকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৮ ধারা মোতাবেক আসামীদ্বয়কে খালাস দেওয়া গেল এবং তাহাদেরকে জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩/২০০৪

আঃ জলিল, পিতা আঃ সাত্তার, ফিটার (অব্যাহতিপ্রাপ্ত), যান্ত্রিক বিভাগ, রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর, স্থায়ী ঠিকানা সাং বসন্তপুর, ডাক শ্যামপুর, থানা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

৩। ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তা,

৪। হিসাব রক্ষক,

সর্ব ঠিকানা ঃ রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর—**প্রতিপক্ষ**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ৩৩, তাং ১৬-৪-০৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী ১ জন সাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করিয়াছেন।

মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আব্দুল জলিল অভিযোগকারীর হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী রেকর্ড করা হইল। বাদীর দাখিলী দরখাস্ত, রেকর্ডকৃত জবানবন্দী এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল। বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলার প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ-মিমাংসা সূত্রে মামলাটি উঠাইয়া লইবেন এবং মামলাটি পরিচালনা করিবেন না। সুতরাং বাদী পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে উঠাইয়া লইবার হকদার হইতেছেন। তাই বাদীর মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে মিমাংসা সূত্রে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ২৪/২০০৫

মোঃ আঃ রশিদ, পিতা মৃত আজিম উদ্দিন, যান্ত্রিক হেলপার কাম ফিটার (অবসায়নকৃত), রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর, বর্তমান ঠিকানা সাং কান্তপুর, ডাক শ্যামপুর, থানা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর—**দরখাস্তকারী**।

বনাম

১। রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

৩। হিসাব রক্ষক,

সর্ব ঠিকানা ঃ রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।
২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৯, তাং ১৭-৪-০৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কারণ দর্শাইয়া সময় চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি দরখাস্তকারী পক্ষের সময়ের দরখাস্তসহ পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী পক্ষে সময়ের দরখাস্ত সংক্রান্ত তাহার বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ইতিপূর্বে বহুবার সময় নিয়েছেন এবং একাধিকবার সর্বশেষ বারের মত সময় মঞ্জুর করা হয়েছিল। গত ৬-৪-০৬ তারিখে দরখাস্তকারীর সময়ের আবেদন ৫০ টাকা মূলতবী খচরায় সর্বশেষ বারেরমত মঞ্জুর হয়। সুতরাং বর্ণিত কারণাধীনে দরখাস্তকারী পুনরায় সময় পাইবার হকদার নহেন এবং দরখাস্ত কারী অদ্যও আদালতে হাজির নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দরখাস্তকারীর সময়ের দরখাস্ত নাকচ করা হইল এবং পক্ষগণকে মামলায় প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দেওয়া গেল। এখন সময় ২.০০ ঘটিকা। দরখাস্তকারীকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। সুতরাং মামলাটি আইনতঃ খারিজযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দরখাস্তকারীর তদ্বিরাদীর অভাবে এবং অনুপস্থিতির কারণে বিনা খরচায় খারিজ হয়।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ২৩/২০০৫

মোঃ খাদেমুল ইসলাম, পিতা মৃত তসির উদ্দিন, নিরাপত্তা প্রহরী (অবসায়নকৃত), রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর, বর্তমান ঠিকানা সাং গোপালপুর, মাস্টারপাড়া, পোঃ শ্যামপুর, থানা বদরগঞ্জ, জেলা রংপুর—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,

৩। ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তা,

৪। হিসাব রক্ষক,

সর্ব ঠিকানা ঃ রংপুর ডিস্টিলারীজ এন্ড কেমিক্যালস লিঃ, শ্যামপুর, রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৮, তাং ২৬-৪-০৬

অদ্য মামলাটি পি, ডাব্লিউ-১ এর জেরা ও পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া মামলাটি উঠাইয়া লওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। নথি শুনানীর জন্য পেশ করা হইল। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দরখাস্তকারীকে রিকল এর জন্য আবেদন করিয়াছেন শুনিলাম। রিকলের দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল। মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তের পোষকতায় অন রিকল পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ খাদেমুল ইসলাম দরখাস্তকারী হলফনামা পাঠের মাধ্যমে জবানবন্দী গৃহীত হইল। দরখাস্তকারীর রেকর্ডকৃত জবানবন্দী মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্ত ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইল। জবানবন্দী, দরখাস্ত ও রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী মোঃ খাদেমুল ইসলাম প্রতিপক্ষের সহিত আপোষ-মিমাংসা সূত্রে মামলাটি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং মামলাটি মিমাংসা সূত্রে উঠাইয়া লইবার আবেদন করেছেন এবং আদালত বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আপোষ-মিমাংসা সূত্রে এবং নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে দরখাস্তকারী মামলাটি উঠাইয়া লইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সুতরাং মামলাটি উঠাইয়া লইবার দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হইল।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি আপোষ-মিমাংসা সূত্রে ও নন-প্রসিকিউশন গ্রাউন্ডে দরখাস্তকারীকে উঠাইয়া লইবার অনুমতি দেওয়া গেল এবং তৎসহ মামলাটি নিস্পত্তি করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, ও মজুরী পরিশোধ
কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩০/২০০৫

মোঃ জেকের আলী, শ্রমিক, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, রাজশাহী, পিতা শুকুর মোহাম্মদ, সাং ভাগাইল, পোঃ দারোগা হাট, থানা গোদাগাড়ী, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

কবির আহম্মেদ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, পিতা মৃত হাজী বসির উদ্দীন, ২৭-বি ঢাকেশ্বরী রোড, লালবাগ, ঢাকা—**প্রতিপক্ষ**।

প্রতিনিধি ঃ ১। খাজা মঈনুদ্দীন, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং ১৭, তাং ২১-৫-০৬

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। সাক্ষীর প্রতি W/W জারী অন্তে থানা হইতে এডি ফেরত আসিয়াছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একজন সাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। নথি পরবর্তীতে সাক্ষী পরিক্ষার জন্য পেশ করা হইল।

হলফনামা পাঠের মাধ্যমে F/W (৩) মোঃ হাবিবুর রহমান এর সাক্ষী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয়। রেকর্ডকৃত পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ জেকের আলী, পি, ডাব্লিউ-২ সৈয়দ মোঃ একরামুল উল্লাহ, পি, ডাব্লিউ (৩) মোঃ হাবিবুর রহমানের রেকর্ডকৃত সাক্ষী, আরজি এবং কাগজাদি এক্সিবিট ১, ২, ৩, ৩(ক), ৪, ৫, ৬, ৭, ৭(ক) পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য, আরজি এবং কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী জেকের আলীর চাকুরী ১৭-১২-৯৮ তারিখে অবসান ঘটে এক্সিবিট-৫ মূলে এবং প্রতিপক্ষের নিকট থেকে ২ কিস্তিতে এক্সিবিট-৬ দৃষ্টে ১৭,৬৩০ টাকা গ্রহণ করেছে এবং বাকী পাওনা থাকে ১৩,৮৯৫ টাকা। পি, ডাব্লিউ-২ সৈয়দ মোঃ একরামুল, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর হিসাব রক্ষণ অফিসার ও পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী হিসাব রক্ষক কর্তৃক এক্সিবিট-৬ পাওনা বিল প্রস্তুত হয় এবং এক্সিবিট-৬ দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, বাদীর বাকী পাওনা রহিয়াছে ১০,৮৯৫ টাকা মাত্র। সুতরাং বাদী প্রতিপক্ষের নিকট থেকে ১৩,৮৯৫ টাকা আদায়ের আদেশ পেতে হকদার হওয়ায় মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা (allowed) হয়। প্রতিপক্ষকে বাদীর চাকুরীর মজুরীর পাওনা বাবদ ১৩,৮৯৫ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া গেল। প্রতিপক্ষ অত্র আদেশে বর্ণিত মতে পাওনার ১৩,৮৯৫ টাকা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক পাওনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, ও মজুরী পরিশোধ
কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩৫/২০০৫

মোঃ আখতার হোসেন, আউটার মিশন অপারেটর, (ইনার/আউটার শাখা,) আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, সপুরা, রাজশাহী, পিতা মৃত আশরাফ আলী, সাং গৌরহাসা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

কবির আহম্মেদ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী, পিতা মৃত হাজী বসির উদ্দীন, ২৭-বি ঢাকেশ্বরী রোড, লালবাগ, ঢাকা—**প্রতিপক্ষ।**

প্রতিনিধি ঃ ১। জনাব খাজা মঈনুদ্দীন, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী ।

আদেশ নং ১৮, তাং ২১-৫-০৬

অদ্য মামলাটি পরবর্তী সাক্ষী পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য আছে। সাক্ষীর প্রতি W/W জারী অন্তে থানা হইতে এডি ফেরত আসিয়াছে। মামলা P/N নং ৩০/০৫ নথিতে এডি বাঁধা আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী একজন সাক্ষীর হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। নথি পরবর্তীতে সাক্ষী পরীক্ষার জন্য পেশ করা হইল।

হলফনামা পাঠের মাধ্যমে P/N (৩) মোঃ হাবিবুর রহমান এর সাক্ষী গ্রহণ করিয়া পরীক্ষিত হয়। পি, ডাব্লিউ-১ মোঃ আখতার হোসেন, পি, ডাব্লিউ-২ সৈয়দ মোঃ একরামুল উল্লাহ ও পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ হাবিবুর রহমানের রেকর্ডকৃত সাক্ষী, আরজি এবং কাগজাদি এক্সিবিট ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম এবং বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্য, আরজি এবং কাগজাদি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী আখতার হোসেনের চাকুরী ১৭-১২-৯৮ তারিখ থেকে অবসান ঘটে এবং প্রতিপক্ষের ব্যবস্থাপক এক্সিবিট-২ মূলে চাকুরীর বকেয়া মজুরী ২৩ দিনের অর্জিত ছুটি নগদায়ন, ভবিষ্যত তহবিলের পাওনা টাকা, নোটিশ পে ও গ্র্যাচুয়িটির টাকা বুঝে নেবার নির্দেশ দেয়। পি, ডাব্লিউ-২ সৈয়দ একরামুল উল্লাহ, আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরীর হিসাব রক্ষণ অফিসার, পি, ডাব্লিউ-৩ মোঃ হাবিবুর রহমান সহকারী হিসাব রক্ষক কর্তৃক এক্সিবিট-৬ বাদীর বকেয়া পাওনা বিল প্রস্তুত হয় এবং উক্ত এক্সিবিট-৬ বিল দৃষ্টে প্রতিয়মান হয় যে, বাদী পাওনা বিল দাঁড়ায় মোট ৩৫,৫১১ টাকা এবং তম্মধ্যে বাকী ১৭,৮৫২ টাকা গ্রহণ করেছে এবং বাকী পাওনা রহিয়াছে ১৭,৬৫৯ টাকা মাত্র। সুতরাং বাদী সাক্ষ্য দৃষ্টে ১৭,৬৫৯ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার হকদার হওয়ায় মামলাটি মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি একতরফা সূত্রে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা (allowed)-হয়। প্রতিপক্ষকে বাদীর চাকুরীর মজুরীর পাওনা বাবদ ১৭,৬৫৯ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া গেল। প্রতিপক্ষ অত্র আদেশে বর্ণিত পাওনার ১৭,৬৫৯ টাকা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মাতাবেক পাওনার টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ **মোঃ আবদুস সামাদ**
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩৬/২০০৫

মোঃ মাসুদ আহমেদ, পিতা মোঃ জহুরুল ইসলাম, শ্রমিক (বাবুর্চি) অবসানকৃত, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রংপুর শহর, জেলা রংপুর, বর্তমান ঠিকানা সাং গনেশপুর, শাপলা রোড, ডাক ও জেলা রংপুর—**দরখাস্তকারী।**

বনাম

১। আজাদ হোসেন এন্ড রেস্টুরেন্ট পক্ষে পরিচালক,

২। মোঃ আনছার আলী, পরিচালক, আজাদ হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রংপুর শহর, ডাক ও জেলা রংপুর —**প্রতিপক্ষ।**

আদেশ নং ১১, তাং ৩০-৪-০৬

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। উভয় পক্ষের কোন তদ্বিরাদী নাই। নথি পেশ করা হইল।

দরখাস্তকারী মোঃ মাসুম আহমেদকে পুনঃপুনঃ ডাকিয়া পাওয়া গেল না। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ৩০-৩-০৬ তারিখে দরখাস্তকারীর সময়ের দরখাস্ত ২৫ টাকা মূলতবী খরচায় সর্বশেষ বারের মত মঞ্জুর করা হইয়াছিল। এখন সময় ২.০০ ঘটিকা। দরখাস্তকারী গর হাজির থাকায় অনুমিত হয় যে, দরখাস্তকারী মামলাটি পরিচালনায় ইচ্ছুক নহেন এবং তৎকারণে মামলাটি খারিজযোগ্য মর্মে অত্র আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতের কারণে এবং তদ্বির অভাবে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

উপস্থিত ঃ মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত ও
মজুরী পরিশোধ কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ ১৯শে জুন ২০০৬

পি ডাব্লিউ, মামলা নং ৩/২০০৫

বিশ্বনাথ মুর্মু, পিতা মৃত পাচু মুর্মু, সাং পশ্চিম টালীপাড়া, ২নং ওয়ার্ড মোল্লাপাড়া, পোঃ রাজশাহী কোর্ট, সামাজিক উন্নয়ন কর্মী, (অবসানকৃত), আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস), ঠিকানা রানীদিঘী সিটি বাইপাস রোড, রাজশাহী কোর্ট স্টেশন মোড়, থানা রাজপাড়া, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাব

১। আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) পক্ষে নির্বাহী পরিচালক,

২। নির্বাহী পরিচালক, আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস), উভয়ের ঠিকানা রানীদিঘী সিটি বাইপাস রোড, রাজশাহী কোর্ট স্টেশন মোড়, ডাকঃ রাজশাহী কোর্ট, থানা রাজপাড়া, জেলা রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ ঃ ১। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজবী।
২। জনাব মোঃ সারওয়ার জাহান, প্রতিপক্ষের আইনজবী।

রায়

ইহা বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু সামাজিক উন্নয়ন কর্মী (অবসানকৃত) আউস কর্তৃক মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা মোতাবেক চাকুরীর টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১০,০০০ টাকা, চাকুরীর ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫,০০০ টাকা, ২টি উৎসব ভাতা ৫,০০০ টাকা চাকুরীরত অবস্থায় খরচাদি বাবদ সর্বসাকুল্যে ৩৭,৩৫২ টাকা , জামানত বাবদ প্রদত্ত ৫,০০০ টাকা একুনে মোট ৭২,৩৫২ টাকা এবং ২৫% ক্ষতিপূরণ ১৮০৮৮ টাকা একুনে সর্বমোট ৯০,৪৪০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশের নিমিত্তে অত্র পি, ডাব্লিউ মামলাটি আনীত হইয়াছে।

মামলার দরখাস্তকারীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী বিশ্বনাথ মুর্মু প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থায় (আউসে) সামাজিক উন্নয়ন কর্মী হিসাবে ১১-১১-২০০১ইং তারিখে মাসিক ২০০০ টাকা বেতনে চাকুরীতে যোগদান করিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কাজ করিতে থাকেন। প্রতিপক্ষ (আউস) আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গঠিত একটি সংস্থা এবং বাদী গোদাগাড়ী কাঁকনহাট শাখায় সামাজিক উন্নয়ন কর্মী হিসাবে সম্পদ সমবেশীকরণ ও ভূমিহীনদের মাধ্যমে সমতায়ন প্রকল্পে কাজ করেন। বাদী প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে ৩৬ মাস চাকুরীকাল অতিবাহিত করেন এবং জুন ০৩ মাসে তাহার বেতন বৃদ্ধি পেয়ে মাসিক বেতন দাঁড়ায় ২,৫০০ টাকা এবং নির্বাহী আদেশ বলে ১৫-০৬-২০০২ ইং তারিখে ৭০০ টাকার একটি ভাতা প্রাপ্ত হন আই, পি, এ, প্রজেক্টের কাজের জন্য। ঐ আই, পি, এ, প্রজেক্টের কাজে ১৫% সুদে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান তাহার নিকট হইতে ২৪-১২-২০০৩ইং তারিখে ৫,০০০ টাকা জামানাত গ্রহণ করেন লিখিতভাবে। প্রতিপক্ষ বাদীর অনুমোদিত ৭০০ টাকার ভাতাটি বাদীকে প্রদান করেন নাই। উপরন্ত প্রতিপক্ষ ১৫-০৯-২০০৪ইং তারিখের পি, এফ, ল্যান্স আউস ২০০৪/১১৩ স্মারকমূলে বাদীকে চাকুরী চ্যুতির বেআইনী আদেশ প্রদান করেন। বাদীর শারীরিক কোন অসামর্থতা ছিল না বা বাদীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। বাদীর অজ্ঞতার জন্য গ্রিভান্স দরখাস্ত দিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তবর্তীকালীন সময়কালে প্রতিপক্ষের সহিত পত্রালাখ হইয়াছে। বাদী ৩০-১০-২০০৪ইং তারিখে তাহার পাওনাদি বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য লিখিত আবেদন ২নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালক (আউস) বরাবর প্রদান করেন। কিন্ত ২নং প্রতিপক্ষ ২০-১১-২০০৪ইং তারিখে প্রদত্ত চিঠিমূলে মালামাল বুঝিয়া লওয়ার কথা স্বীকার করিলেও বাদীর পাওনা বাবদ ৩৭,৩৫২ টাকার দাবীটি উপেক্ষা করিয়া আপত্তিকরভাবে হিসাব বুঝিয়া চান। প্রতিপক্ষ বাদীর চাকুরীর খরচাদি নির্বাহ করেন নাই এবং চাকুরীর পাওনাদি বাদীকে প্রদান না করায় এবং ২০-১১-২০০৪ইং তারিখে আপত্তিকর চিঠি প্রদান করিলে মামলাটি দায়েরের কারণ উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বাদীর পাওনাদি বাবদ সর্বমোট ৭২,৩৫২ টাকা এবং ২৫% ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮,০৮৮ টাকাসহ সর্বমোট ৯০,৪৪০ টাকা প্রতিপক্ষকে প্রদানের আদেশের নিমিত্ত অত্র মামলাটি দায়ের হইযাছে।

অপরদিকে ১/২ নং প্রতিপক্ষ অত্র মামলায় হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং মামলাটি প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া উল্লেখ করেন যে, অত্র আকারে মামলাটি সচলযোগ্য নহে, মামলাটি তামাদি দোষে বারিত, মামলাটি মজুরী পরিশোধ আইনে রক্ষণীয় নহে।

প্রতিপক্ষের জবাবের সুনিদিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, অত্র মামলায় দরখাস্তকারী দাবী মিথ্যা। প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং উহা এন, জি, ও, বিষয়ক ব্যুরোর অন্তর্ভুক্ত সংস্থা। প্রতিপক্ষ সংস্থাটি দরিদ্র ও অসহায় মানুষের আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সংস্থার অফিস মেইনটেন্যান্স খাতে খরচের ব্যয় সংকুলনের জন্য সংস্থা কর্তৃক বিনিয়োগ কৃত ঋণ খাতে সর্ভিস চার্জ ন্যূনতম হারে পূর্বে নেওয়া

হইলে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক বা কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান নহে। প্রতিপক্ষ আউস প্রতিষ্ঠানটি সংস্থার নিজস্ব আইন ও বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দরখাস্তকারী বিশ্বনাথ মুর্মু ৮-১১-২০০১ইং তারিখে প্রকল্প সমাজ উন্নয়ন কর্মী হিসাবে কাঁকনহাটে যোগদান করেন এবং দায়িত্ব পালনকালে বেআইনী কার্যকলাপ ও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যর্থ হওয়ার তাহাকে একাধিকবার সতর্কীকরণ করা হয়। কিন্ত দরখাস্তকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ-নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া খামখেয়ালীভাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবে এবং সংস্থার সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ সংস্থার বিধিবদ্ধ নিয়মে যথাসময়ে জমা প্রদান না করায় এবং টাকা আত্মসাৎ করায় ২১-৬-২০০৩ইং তারিখে চূড়ান্ত সতর্কীকরণ পত্র প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারী ১৫-৭-২০০৩ইং তারিখে জবাব দিয়া অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা চাহিয়া আত্মশুদ্ধির অংগীকার করেন। দাতা সংস্থা সমতার ল্যাড সেলের মনিটরিং কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে দরখাস্তকারী কর্তৃক ১৯টি দলের ব্যাংক হিসাবসহ কাগজাদি দেখাইতে ব্যর্থ হন এবং দরখাস্তকারী প্রেরীত প্রতিবেদনের সপক্ষে বাস্তবভিত্তিক কাগজপত্র দেখাইতে ব্যর্থ হইলে ২৯-২-২০০৪ইং তারিখে সুনির্দিষ্ট অপরাধের বিত্তিতে তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখস্তকারী ৭-৩-২০০৪ ইং তারিখে জবাব দাখিল করিয়া ক্ষমা চেয়ে আত্মশুদ্ধির অংগীকার করেন। দরখাস্তকারী ২২-৩-২০০৪ইং তারিখে স্ট্যাপে একটি অংগীকার নামা প্রদান করিয়া চাকুরীতে বহাল রাখার সুযোগ চান। কিন্ত দরখাস্তকারী অংগীকার প্রদান করিলেও পরবর্তীতে চিরাচরিত অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া সংস্থার অনুমতি ব্যতিরেকে ২,০৫০ টাকা জমা প্রদান না করিয়া বেআইনীভাবে নিজ খরচায় ব্যয় করেন এবং পরবর্তীতে ৩০০ টাকার একটি ভূয়া বিলও প্রদান করেন। দরখাস্তকারীকে ২৯-৬-২০০৩ইং তারিখে তৎকারণে সতর্কীকরণপত্র দেওয়া হয়। ভুয়া বিলটি বিষয় দরখাস্তকারী স্বীকার করিলেও তাহাকে লিখিতবাবে সর্তক করা হয় এবং দরখাস্তকারী ২১-৮-২০০৪ইং তারিখের স্বীকারোক্তি মতে গৃহীত টাকা বিপরীতে দরখাস্তকারী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ২০৫০ টাকা তাহার জুলাই ০৪ মাসের বেতন থেকে কর্তনের সিদ্ধান্তমতে কর্তন করা হয় এবং বেতনের বাকী টাকা দরখাস্তকারী বুঝিয়া নেন। দরখাস্তকারীর দায়িত্ব পালন অবহেলা ও ভূয়া বিল প্রদানের কারণে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয় এবং তৎকারণে ৪-৯-০৪ইং তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্তমতে ১৫-৯-২০০৪ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত করা হয় কিন্তু দরখাস্তকারী তাহার অফিসে হিসাব-নিকাশ ও অফিসিয়াল আসবাবপত্র কৌশলে বুঝাইয়া না দিয়া ৩০-১০-২০০৪ইং তারিখে সংস্থার নিকট অন্যায়ভাবে ৩৭,৩৫২ টাকা মিথ্যাভাবে ভিত্তিহীন দাবী উথাপন করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ ২০-১৯-২০০৪ইং তারিখের ১১৩ নং স্মারকে সংস্থার হিসাব পত্র বুঝাইয়া দিয়া দরখাস্তকারীর কোন পাওনা থাকিলে তাহা বুঝে নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দরখাস্তকারী মিথ্যা ও ভিত্তিহীনভাবে দাবী উথাপন করিয়া মামলাটি দায়ের করায় মামলার কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন বিধায় দরখাস্তকারীর মামলাটি খরচাসহ খারিজযোগ্য হইতেছে।

বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১। অত্র মামলাটি কি বর্তমান আকারে ও প্রকারে সচলযোগ্য নহে?

২। অত্র মামলাটি কি তামাদি দোষে বারিত?

৩। বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু কি মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক দাবীকৃত মজুরী পাওনা বাবদ সর্বমোট ৯০,৪৪০ টাকা প্রতিপক্ষ (আউস) এর নিকট থেকে আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটির চূড়ান্ত শুনানীকালে দরখাস্তকারী বাদী পক্ষে পি, ডাব্লিউ-১ বিশ্বনাথ মুর্মু দরখাস্তকারী স্বয়ং, পি, ডাব্লিউ-২ জন কিশকু এবং পি, ডাব্লিউ-৩ মোজাম্মেল হক সাবেক সামাজিক উন্নয়ন কর্মী (আউস) ৩ জন মৌলিক সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন এবং কাগজাদি এক্সিবিট ১-৮৯, ৯(ক) ৯(গ) হিসাবে প্রদানে চিহ্নিত করেন। প্রতিপক্ষে মামলাটিতে চূড়ান্ত শুনানীকালে ও, পি, ডাব্লিউ-১ বলবত টুডু নির্বাহী পরিচালক (আউস) ও,পি, ডাব্লিউ-২ মকসেদ আলী এস,জি, ও, (সামাজিক উন্নয়ন কর্মী) কাঁকনহাট শাখা (আউস) ২ জন মৌখিক সাক্ষী পরীক্ষা করেন এবং কাগজাদি এক্সিবিট ক,খ, খ(১), গ, ঘ, ঘ(১), ঙ, চ,ছ,জ,ঝ,ঞ, ট,ঠ, হিসাবে প্রদান চিহ্নিত করেন। তৎপর মামলায় উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হয়।

বিবেচ্য বিষয় নং ১-৩

অত্র মামলার ১—৩নং বিবেচ্য বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে গৃহীত হইল। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক অস্বীকৃত নহে যে, দরখাস্তকারী বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু ১নং প্রতিপক্ষ অদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) এর অধীন গোদাগাড়ী-কাঁকনহাট শাখায় ২নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন সামাজিক উন্নয়ন কর্মী হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। ১১-১১-২০০১ইং তারিখে মাসিক ২০০০ টাকা বেতন । বাদীর দাখিলী এক্সিবিট-১, ৮-১১-০১ইং তারিখের নিয়োগপত্র দৃষ্টে উক্ত স্বীকৃত বিষয় এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইহা আরও যে, প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) একটি এন, জি, ও, যুক্ত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান যাহার হেড অফিস পূর্বে ভাটাপাড়ায় এবং বর্তমানে রানীদিঘী সিটি বাইপাস রোড, রাজশাহীতে অবস্থিত। ইহা পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত যে, বাদী বিশ্বনাথ মুর্ম প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) এর অধীনে সামাজিক উন্নয়ন কর্মী হিসাবে ১১-১১-০১ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়া ১৫-৯-২০০৪ইং তারিখ থেকে চাকুরীচ্যুত হন ও আইনের কার্যনির্বাহী পরিষদের ০৪-৯-২০০৪ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক। বাদী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট ২,০৫-৯-২০০৪ইং তারিখের স্মারক নং পি, এফ, ল্যান্ড/আউস-২০০৪/১১৩ দৃষ্টে স্বীকৃত এবং উক্ত স্মারকদৃষ্টে আরও প্রতীয়মান হয় যে, কর্তৃপক্ষ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সাইকেলসহ সকল কাগজাদি ও জিনিসপত্র বুঝিয়া দিয়া পাওনা বুঝে নেওয়ার নের্দেশ দেওয়া হয়। বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২)(৩) ধারা মোতাবেক চাকুরীর ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫,০০০ টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১০,০০০, ২টি উৎসব ভাতা ৫,০০০, চাকুরীরত অবস্থায় খরচাদি বাবদ সর্বসাকুল্যে ৩৭,৩৫২, জামানত বাবদ প্রদত্ত ৫,০০০ টাকা,একুনে মোট ৭২,৩৫২ টাকা এবং ২৫% ক্ষতিপূরণ ১৮,০৮৮ টাকা একুনে সর্বমোট ৯০,৪৪০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আদায়ের আদেশের নিমিত্তে অত্র আই পি, ডাব্লিউ, মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন। বাদীর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, বাদী প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) প্রতিষ্ঠানে ৩৬ মাসকাল চাকুরী করা কালীন জুন ০৩ মাসে তাহার বেতন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৫০০ টাকায় এবং আই, পি, এর প্রজেক্টের কাজের জন্য ভাতা বাবদ ৭০০ টাকা পাইবার হকদার। প্রতিপক্ষ বাদীর নিকট থেকে জামানত বাবদ ৫,০০০ টাকা লিখিতভাবে গ্রহণ করেন কিন্তু অনুমোদিত ৭০০ টাকা ভাতা ও জামানতের টাকা বাদীকে প্রদান করেন নাই। প্রতিপক্ষ বেআইনীভাবে ১১৩ নং স্মারকমূলে চাকুরীচ্যুতির আদেশ প্রদান করেন কিন্তু প্রতিপক্ষের নিকট পাওনা দাবী করিলে দাবী উপেক্ষা করিয়া আপত্তিজনকভাবে হিসাব বুঝে চান এবং ২০-১১-০৪ইং তারিখে চিটি প্রদান করিলে বাদীর মামলার কারণ উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বাদীর পাওনা বাবদ সর্বমোট ৯০,৪৪০ টাকা প্রতিপক্ষ

প্রদানের নির্দেশ নিমিত্ত মামলাটি আনীত হইয়াছে। অপরদিকে প্রতিপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য হইল এই মর্মে যে, দরখাস্তকারী বিশ্বনাথ মুর্মু সামাজিক উন্নয়ন কর্মী হিসাব ৮-১১-০১ইং তারিখে কাঁকনহাটে দায়িত্ব পালনকালে বেআইনী কার্যকলাপ ও প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন ব্যর্থ হওয়ায় বাদীকে একাদিকবার সতর্কীকরণ করা হয় কিন্তু দরখাস্তকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া সংস্থার সদসদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে জমা প্রদান না করিয়া এবং টাকা আত্মসাৎ করায় ২১-৬-০৩ইং তারিখে চূড়ান্ত সতর্কীকরণে নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী জবাব প্রদানে অপরাধ স্বীকারপূর্বক আত্মশুদ্ধি অংগীকার করেন। সংস্থার ল্যান্ড সেলের মনিটরিং কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে দরখাস্তকারী কর্তৃক ১৯টি দলের ব্যাংক হিসাব সহ কাগজাদি দেখাইতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেওয়া হয় এবং দরকাস্তকারী ৭-৩-২০০৪ইং তারিখে জবাব দিয়া ক্ষমা চেয়ে আত্তশুদ্ধির অংগীকার করেন ও ২২-৩-২০০৪ ইং তারিখে স্ট্যাম্পের একটি অংগীকারনামা প্রদান করিয়া চাকুরীতে বহাল রাখার সুযোগ চান। কিন্ত দরখাস্তকারী অভ্যাসগতভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া বেআইনীভাবে সংস্থার অনুমতি ব্যতিরেকে ২,৫০০ টাকা জমা প্রদান না করিয়া নিজ খরচায় ব্যয় করেন ও ৩০০ টাকার ভুয়া বিলও প্রদান করেন। ভুয়া বিলটির বিষয়ে দরখাস্তকারী স্বীকার করিলেও তাহাকে লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়। দরখাস্তকারীর দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও ভুয়া বিল প্রদানের কারণে ০৪-৯-০৪ইং তারিখে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মতে ১৫-৯-০৪ইং তারিখ থেকে দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত করা হয়। দরখাস্তকারী তাহার হিসাব নিকাশ ও অফিসিয়াল আসবাবপত্র কৌশলে বুঝাইয়া না দিয়া ৩০-১০-০৪ইং তারিখে সংস্থার নিকট অন্যায়ভাবে ৩৭,৩৫২ টাকার ভিত্তিহীন দাবী উত্থাপন করেন। দরখাস্তকারী তাহার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবীর প্রেক্ষিতে কোন প্রতিকার পাইবার হকদার নহেন।

প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে এবং স্বীকৃতমতেই প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) রাজশাহী এন, জি, ও, বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান (এক্সিবিট-ক, খ, খ(১) যথাক্রমে প্রশাসনিক নীতিমালা ও সনদ দৃষ্টে সমর্থিত) এবং বাদী প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থায় সামাজিক উন্নয়ন কর্মী হিসাবে প্রথমে ১১-১১-০১ইং তারিখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে আউসের সমন্বতি দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প (Integrated Poverty Alleviation Programme) (আই, পি, এ, পি, প্রকল্প) ০২-৬-০২ইং তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া চাকুরীরত থাকা অবস্থায় ১৫-৯-০৪ইং তারিখ থেকে চাকুরীচ্যুত হন এবং স্বীকৃত মতেই চাকুরীচ্যুতির সময় বাদীর মাসিক মূল বেতন ছিল ২,৫০০ টাকা। বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু ১৫-৯-০৪ইং তারিখের চাকুরীচ্যুতির আদেশটিকে টার্মিনেশন পণ্যে টার্মিনেশন বেনিফিট বাবদ ১০,০০০ টাকা দাবী করেছেন এবং চাকুরীর ক্ষতিপূরণ/গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ১৫,০০০ সহ মোট ৭২,৩৫২ টাকা দাবী করিয়া উক্ত টাকার উপর ২৫% ক্ষতিপূরণ ১৮,০৮৮ টাকা সহ সর্বমোট ৯০,৪৪০ টাকা দাবী করেছেন এবং তৎ পোষকতায় পি, ডাব্লিউ-১, বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু মৌখিক সাক্ষ্য দিয়াছেন। বাদী পি ডাব্লিউ-১ সাক্ষীর জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) একটি লাভজনক প্রতিপক্ষ এবং আই, পি, এ, পি, প্রজেক্টের কাজে ১৫% সুদে কার্যক্রম চালু ছিল। অপরদিকে প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা পক্ষে উল্লেখ করেন যে, প্রতিষ্ঠানটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাটি কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান নহে। কিন্তু ও, পি, ডাব্লিউ-১ ভগবৎ টুডু নির্বাহী পরিচালক (আউস) ২নং প্রতিপক্ষ স্বয়ং জবানবন্দী ও জেরায় স্বীকার করেছেন যে, প্রজেক্ট ১৫% সার্ভিস চার্জ ঋণ খাতে নেওয়া হইত। সুতরাং প্রতিপক্ষের স্বীকারোক্তি মতেই আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) একটি লাভজনক কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিসমেন্ট তা স্বীকৃত হয়েছে। তদুপরি বাদী পক্ষের দাখিলী আউসের ঋণের পাস বই ৪টি প্রবিত্র ঃ ৯, ৯(ক)-(৯)(গ) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ঋণদান প্রকল্পে সুদ/সার্ভিস চার্জের

লেনদেন থাকায় প্রতিষ্ঠানটি ইষ্টাবলিশমেন্টের আওতাভুক্ত এস, ও, এ্যাক্টের ২(ডি) ধারা মোতাবেক। প্রতিপক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-ঘ, ঘ(১) অগ্রিম গ্রহণ সংক্রান্ত সতর্কীকরণ পত্র, এক্সিবিট-ঙ ২১-৬-০৩ইং তারিখের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা কারণে সতর্কীকরণ পত্র, এক্সিবিট-চ ১৫-৭-০৩ইং তারিখে বাদীকে চূড়ান্ত সতর্কীকরণ পত্রের প্রেক্ষিতে বাদীর জবাব ও অংগীকারনামা, এক্সিবিট-ছ প্রতিপক্ষ কর্তৃক ২৯-২-০৪ইং তারিখের আউস/পি এফ/২০০৪/২৩ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো নোটিশ, এক্সিবিট-জ মূলে বাদীর প্রদত্ত কারণ দর্শানো নোটিশের বিরুদ্ধে জবাব, এক্সিবিট-ঝ বাদীর ষ্ট্যাম্পে প্রদত্ত অংগীকারনামা এবং এক্সিবিট-ট প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদীর চাকুরী চ্যুতির আদেশ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু প্রকারান্তে চাকুরীতে দায়িত্ব পালনে ও অংগীকার পালনে ব্যর্থতার কারণে তাহাকে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে যাহা চাকুরী থেকে তিলমিসালের আওতায় পড়ে এস, ও, এ্যাক্টের ১৭ ও ১৮ ধারা মোতাবেক এবং আরও প্রতীয়মান হয় যে, বাদীর অবহেলা, সতর্কীকরণের প্রেক্ষিতে কৈফিয়ত তলব এবং তাহাকে অভিযুক্ত করিয়া এক্সিকিউটিভ কমিটির সিদ্ধান্ত মতে চাকুরীচ্যুত বা ডিসমিস করা হয়েছে। ও, পি, ডাব্লিউ-১ ভগবৎ টুডু নির্বাহী পরিচালক ২নং প্রতিপক্ষ (আউস) জেরায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, এক্সিবিট-ট মূলে চাকুরী চ্যুতির আদেশটি ডিসমিসাল হিসাবে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু ১৫-৯-০৪ইং তারিখ থেকে চাকুরী হইতে অভিযুক্ত হইয়া ডিসমিস হওয়ায় টার্মিনেশন বেনিফিট পাইবার হকদার নহেন। স্বীকৃতমতেই বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু ১১-১১-০৯ইং তারিখ থেকে ১৫-৯-০৪ইং তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩ বৎসর চাকুরী করেছেন এবং তাহার সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ২,৫০০ টাকা। সেক্ষেত্রে বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু মজুরী পরিশোধ আইন ও শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী) আদেশ সার্ভিস বেনিফিট আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ/গ্র্যাচুয়িটি বাবদ ৬ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা অর্থাৎ (২,৫০০×৬) = ১৫,০০০ টাকা পাইবার হকদার হইতেছেন। প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীর চাকুরীচ্যুতির আদেশটি টার্মিনেশন সিমপ্লিসিটার না হওয়ায় তিনি টার্মিনেশন বেনিফিট হিসাবে ৪ মাসের নোটিশ পে পাইবার হকদার নহেন। বাদী চাকুরীরত অবস্থায় খরচা পাওনাদি বাবদ ৩৭,৩৫২ টাকা এক্সিবিট-৩ মূলে ২নং প্রতিপক্ষ নির্বাহী পরিচালক এর নিকট দাবী করেছিলেন কিন্তু উক্ত পাওনাদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই মর্মে দেখা যায়। বাদীর দাবীকৃত খরচাদির মধ্যে ভূমিহীন সমাবেশে যাতায়াতসহ অন্যান্য যাতায়াত বাবদ খরচাদি ও সাইকেল মেরামতের টাকা দাবী করেছেন যাহা অনুমোদনের এখতিয়ার একমাত্র প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালকে কিন্তু ২নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ঐরূপ কোন অনুমোদন না থাকায় দাবীকৃত খরছের টাকা দরখাস্তকারী পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। বাদী পক্ষ মাসিক ৭০০ টাকা হিসাবে ক্রেডিট ভাতা সর্বমোট ২৫,২০০ টাকা দাবী করেছেন এবং তৎপোষকতায় পি, ডাব্লিউ-২ জন কিশকু ও পি, ডাব্লিউ-৩ মোজাম্মেল হককে দিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন কিন্তু পি, ডাব্লিউ-২ ও ৩ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষের ক্রেডিট প্রোগ্রাম এর আওতায় মাসিক ৭০০ টাকা ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্তের কপি প্রমাণে আনতে আনিতে সক্ষম হন নাই। বাদী পক্ষের দাখিলী এক্সিবিট-১, ও ৬ দুইটি নিয়োগ পত্রে মাসিক ৭০০ টাকা হিসাবে ক্রেডিট ভাতা প্রদানের বিষয়টিও উল্লেখ নাই। দরখাস্তকারী বিশ্বনাথ মুর্মু বা অন্য কোন কর্মকর্তা মাসিক ৭০০ টাকা ক্রেডিট ভাতা পেয়েছেন ঐ মর্মে কোন কাগজ প্রমাণে সক্ষম হন নাই। প্রতিপক্ষের সাক্ষী ডি, ডাব্লিউ-২ মকসেদ আলী আউসের কাঁকনহাট শাখার সামাজিক উন্নয়ন সাক্ষাতে উল্লেখ করেছেন যে, ক্রেডিট প্রোগ্রাম ভাতা প্রদানের নির্দেশ ছিল না এবং চাকুরীতে কোন জামানতের টাকাও প্রতিপক্ষ নেন নাই। সুতরাং দরখাস্তকারীর দাবীকৃত মতে ৩৬ মাসের মাসিক ৭০০ টাকা হিসাবে (৭০০×৩৬) = ২৫,২০০ টাকার দাবীও অপ্রমাণিত হইয়াছে এবং দাবীমতে বাদী ঐ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু প্রতিপক্ষ আউসের নিকট থেকে প্রদত্ত জামানতের

৫,০০০ টাকা দাবী করেছেন এবং তৎপোষকতার এক্সিবিট-৭ সাদা কাগজে রশিদ প্রমাণে আনার চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত ৫,০০০ টাকা বাবদ সাদা কাগজের রসিদে ২নং প্রতিপক্ষ ভগবৎ টুডুর স্বাক্ষরটি অস্বীকার করেছেন এবং জবাবেও বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু কর্তৃক ৫,০০০ টাকা জামানত প্রদানের বিষয় অস্বীকার করেছেন। সুতরাং আইনের বিধানে বাদী বিশ্বনাথ মুর্মুকেই ৫,০০০ টাকা জামানত প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ করিতে হইবে। বাদী পক্ষ একদিকে যেমন প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানে জামানত প্রদানের নিয়ম ছিল ঐ মর্মে কোন কাগজ দেখাইতে পারেন নাই অপরদিকে তেমনি আইনের বিধানে জামানত বাবদ এক্সিবিট-৭ হ্যান্ড স্লিপটির ২নং প্রতিপক্ষের নামীয় স্বাক্ষর ভগবৎ টুডুর তাহা হস্তলেখা বিশারদ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন নাই বা জামানত প্রদানের সময় উপস্থিত কোন সাক্ষীকে দিয়াও পাওনা প্রমাণে আনেন নাই। সুতরাং বাদী কর্তৃক নগদ ৫,০০০ টাকা জামানত প্রদানের বিষয়টি অপ্রমাণিত রহিয়াছে। প্রাপ্ত সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু শুধুমাত্র চাকুরীর সার্ভিস বেনিফিট অর্থাৎ গ্র্যাচুয়িটি/ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩ বৎসর চাকুরীকালের জন্য ৬ মাসের মূল বেতন অর্থাৎ (২,৫০০×৬) = ১৫,০০০ টাকা পাইবার হকদার। বাদী অভিযুক্ত হইয়া চাকুরী থেকে ডিসমিস হওয়ায় টার্মিনেশন বেনিফিটসহ চাকুরীরত অবস্থায় খরচাদি বাবদ সর্বমোট ৩৭,৩৫২ টাকা ও দাবীকৃত জামানতের বা উৎসব ভাতা বাবদ টাকা পাইবার হকদার নহেন। বাদী দাবীকৃত ২৫% ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮,০৮৮ টাকা পাইবার আইনতঃ হকদার নহেন। সেক্ষেত্রে বাদীর আংশিক দাবী প্রমাণিত হয়। যুক্তিতর্ক পেশকালে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী উল্লেখ করেন যে, বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু শ্রমিক/ওয়ার্কার এর সংজ্ঞায় পড়ে না এবং এস, ও, এ্যাক্ট এবং মজুরী পরিশোধ আইনের বিধান মোতাবেক মামলাটি প্রতিকারযোগ্য নহে। এই প্রসংগে বাদী ও প্রতিপক্ষ হইতে ইমপ্লয়মেন্ট অপ লেবার (এস, ও,) এ্যাক্টের ২(v) ধারায় ওয়ার্কারের সংজ্ঞার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার (এস, ও,) এ্যাক্টের ২ (v) ধারায় উল্লেখ আছে যে, worker' means any person including an apprentice employed in any shop commercial establishment or industrial establishment to do any skilled, unskilled, manual, technical, trade promotional or clerical work for hire or reward, whether the terms or employment be expressed or implied, but does not include any such person—

(i) who is employed mainly in a managerial or administrative capacity; or

(ii) who being employed in a supervisory capacity, exercises, either by nature of the duties attached to officer or by reason of power vested in him, functions mainly or managerial or administrative nature."

উপরোক্ত সংজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিপক্ষ হইতে এইরূপ নিবেদন করা হয় যে, বাদী সামাজিক উন্নয়ন কর্মী শ্রমিকের আওতায় আসিবে না এবং প্রতিপক্ষ আউস কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিসমেন্টের আওতায় না পড়ায় মামলাটি সচলযোগ্য নহে। কিন্তু প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থা (আউস) প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫% সুদ বা সার্ভিস চার্জে ঋণ লেনদেন কর্মসূচী চালু ছিল এবং সংস্থাটি এন, জি, ও, বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবী লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এস, ও, এ্যাক্টের ২(ডি) ধারায় কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্টের আওতায় পড়ে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর বক্তব্যমতে ও প্রাপ্ত সাক্ষ্য দৃষ্টে দেখা যায় যে, সামাজিক উন্নয়ন কর্মী

হিসাবে বাদীর কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় তাহাকে শ্রমিক বা ওয়ার্কার ক্যাটাগরীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং প্রতিপক্ষ আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থায় ১৫% সুদ/সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে ঋণ লেনদেন কর্মসূচী চালু থাকায় ও প্রতিষ্ঠানটি কমার্শিয়াল ইষ্টাবলিশমেন্ট গণ্য হওয়ায় বাদী বিশ্বনাথ মুর্মুর মামলাটি এস, ও, এ্যাক্ট ও মজুরী পরিশোধ আইনের আওতায় আইনতঃ সচলযোগ্য এবং বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারামতে সার্ভিস বেনিফিট বাবদ ক্ষতিপূরণ গ্রাচুইটি ১৫,০০০ টাকা আদায়ের আদেশ পাইবার আইনতঃ হকদার হইতেছেন। সুতরাং বাদী বিশ্বনাথ মুর্মু চাকুরী হইতে ডিসমিস হওয়ায় বেনিফিট হিসাবে ক্ষতিপূরণ/গ্র্যাচুয়িটি বাবদ আংশিক প্রতিকার পাইবার হকদার হইতেছেন।

অতএব,

ইহাই আদেশ হইল যে,

অত্র পি, ডাব্লিউ, মামলাটি দোতরফাসূত্রে ১/২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর (allowed in part) হয়। প্রতিপক্ষকে বাদীর সার্ভিস বেনিফিট ক্ষতিপূরণ/গ্র্যাচুইটি বাবদ ১৫,০০০ টাকা অত্র আদেশের তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া গেল। ব্যর্থতায় বাদী মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(৫) ধারা মোতাবেক উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

মোঃ আবদুস সামাদ
চেয়ারম্যান।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।